(নাটক)

[রঙ্ মহল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

২৮শে মাঘ—১৩৪৮

রচয়িতা

শ্রীবিভূতিকুমার মুখোপাধ্যায়

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী

২১৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীঅমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
২১৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা

উৎসর্গ

মা,

তোমার শ্রীচরণ উদ্দেশ্যেই

জীবন-পথে উৎসর্গ করলুম।

"হতভাগ্য সন্তান"

মুখবন্ধ

মুখবন্ধে নাটকটী সম্বন্ধে কোন রকম বিচার বা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করব না। আমার এই প্রথম নাটক ছাপার অক্ষরে বেরুচ্ছে—পাঠক ও দর্শকদের মতামতের কষ্টি পাথরেই এর বিচার হওয়াই ভাল।

বন্ধুবর প্রভাতচন্দ্র সিংহ এই নাটক রচনায় আমাকে কতরকমে যে সাহায্য করেছেন—তা প্রকাশ করা অসম্ভব। নাটকের নাম নির্ব্বাচন করেছেন তিনি—এবং আগাগোড়া সহযোগিতা করে আমায় ঋণী করেছেন। তাঁর ঋণ শোধ করবার নয়।

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণচন্দ্র দে ও সোদর প্রতিম সুকবি শৈলেন রায়কে এই অবকাশে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই নাটক রচনাকালে তাঁরা আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

সুকবি শৈলেন রায় গানগুলি রচনা করে নাটকের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন—তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাটকটিকে তাঁদের আসরে অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন করে আমায় ঋণী করেছেন—তাঁদের ধন্যবাদ।

সর্ব্বশেষে সোদপুর ক্লাবের সভ্যদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের তাগাদায় ও উৎসাহেই আমার মতন কুঁড়ের পক্ষে বইখানা শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

রঙ্মহলের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মীদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—তাঁদের আন্তরিকতায় নাটকখানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে।

সোদপুর, ২৪ পরগণা
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৪৮।

বিনীত
"গ্রন্থকার"

—জীবন পথে—

শুভ উদ্বোধন ঃ—

বৃহস্পতিবার ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২

সন্ধ্যা ৬টা

— ঃ০ঃ —

সংগঠনকারীগণ।

পরিবেশক ঃ শ্রীবেচারাম মুখোপাধ্যায়
শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়

নাট্যকার ঃ শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়

প্রযোজক ঃ শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়

গীতকার ঃ শ্রীশৈলেন রায়

সুরশিল্পী ঃ শ্রীধীরেন দাস

নৃত্যশিল্পী ঃ শ্রীব্রজবল্লভ পাল

পরিচালক ঃ শ্রীপ্রভাত সিংহ

মঞ্চশিল্পী ঃ শ্রীমনীন্দ্র দাস (নান্টুবাবু)

———

সঙ্গীতশিক্ষক—	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
হারমনিয়ম বাদক—	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়।
পিয়ানো— ,,	শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (ভণ্ডল)
সঙ্গত্—	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।
ক্লারিওনেট বাদক—	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ।
ট্রামপেট ,,	শ্রীবৃন্দাবন দে।
সেলো ,,	শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী।
বেহালা ,,	শ্রীকালী সরকার।
আলোকসম্পাতকারীগণ	শ্রীখগেন্দ্র দে। শ্রীসুশীলকুমার দে। শ্রীশ্যামাপদ কর।
রূপসজ্জাকারক—	শ্রীরাখালচন্দ্র পাল। শ্রীবিভূতি দাস। শ্রীতারাপদ দাস।
স্মারক—	শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য। শ্রীঅধীর ঘোষ।

চরিত্র।

পুরুষ

অশোক—	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
চিরঞ্জীব—	ভূমেন রায়
মৃগেন—	দেবী চক্রবর্ত্তী
রমেশ—	ললিত সিংহ
পশুপতি—	কুঞ্জ সেন
নকুড়—	অমূল্য হালদার
রাখাল—	রবি রায়
অঘোর	প্রফুল্ল দাস
নিশীথ—	জহর গাঙ্গুলী
পুরোহিত—	রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
ভৃত্য—	দেবীতোষ রায়চৌধুরী

স্ত্রী

মহামায়া—	আঙ্গুরবালা
সাবিত্রী—	পদ্মাবতী
মায়া—	শেফালিকা
সরস্বতী—	বেলারাণী
কাত্যায়নী—	রাণীবালা
যশোদা—	রেবা দেবী
মেনকা—	বীণাপানি
নলিনী, বৈষ্ণবী—	শিবরাণী

—"জীবন-পথে"—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চন্দনা—অশোকের কাছারী বাড়ীর হলঘর অশোকের কয়েকজন বন্ধু বসিয়া সুরা পান করিতেছে। নলিনী গান গাহিতেছে এবং মেনকা ও আরও কয়েকজন নাচিতেছে]

"গান"

কামনার কুঁড়ি নিরালা ছিলরে
অলস ঘুমে
মলয় আসিয়া জাগালো তাহারে
নয়ন চুমে
আজি বসন্ত এলো যে প্রাণের দ্বারে
মনের ভুবনে মন চায়—হারাবারে
যেন প্রণয়ের হোলি জেগে ওঠে আজ
অনুরাগ কুমকুমে।

[নৃত্য ও গান থামিলেই সকলে সমস্বরে তাহাকে অভিনন্দন জানাইল]

চিরঞ্জীব। Bravo! Welldone! [বারবনিতার করমর্দ্দন করিয়া] তুমি নিজেকে উর্ব্বশীর বংশধর বলে' গর্ব্ব ক'রতে পার। আমার Cinema কোম্পানীর তুমি হবে first heroine, তবে নামটা চল্‌বে না।

মেনকা। কেন, মেনকা নামটা এমন কি মন্দ?

[চিরঞ্জীব মাথা নাড়িয়া]

চির। উহুঁ! কেমন যেন বেয়াড়া বেয়াড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা বেশ জমকালো গোছের নাম বার ক'র্‌তে হবে।

মৃগেন। আর তার পেছনে একটা দেবী উপাধি—বাস্‌ একেবারে fresh from aristrocratic family—আর মারে কে?

বরেণ। আর আমরা সব কাগজের সম্পাদক আছি—কোন ভাবনা নেই। মাঝে মাঝে পদ্যতে উচ্ছ্বাস, আর বেনামী—Congratulatory চিঠি। কখনো পুরুষের নামে, কখনো মেয়েদের নামে। কেউ বলবে "দিদি! তোমার ছবি দেখে মনে হয়, তুমি আমাদের জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত—তুমি আমাদের আপন হ'তে আপন।" আর তুমি অম্‌নি সবিনয়ে কাগজের মারফত চিঠির উত্তর দেবে।

নলিনী। কিন্তু সেতো আপনাদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণের বিনিময়ে?

বরেণ। উহুঁ, উহুঁ! তার দরকার হবেনা। সেটা অন্য সকলের বেলায় দরকার হয় বটে, কিন্তু Proprietor বা Director-দের অনুগৃহিতাদের পক্ষে তা দরকার হয় না। বরঞ্চ নিজেদের দরকারেই ওটা আমরা ক'রে থাকি।

মৃগেন। চিরঞ্জীব! আমার কিন্তু আর দেরী সইছে না—শেষকালে অশোক না মত বদলায়।

চির। আরে দূর! অশোক সে ছেলেই নয়। এইখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে Cable করে Order পাঠাব, আর জমি ঠিক

ক'রে Studio-এর Foundation ! বাস্ তারপর যা করব—দেখে নিস্।

মৃগেন। তোর বাহাদুরী আছে চিরঞ্জীব ! অশোক যে অন্য কারুর মতলবে কাজ ক'রলে তা এই প্রথম দেখলুম। দেখনা, এমন স্ফূর্তি ছেড়ে, সুন্দরীদের নাচগান ফেলে গেল কিনা শিকার ক'রতে ? তোর কেরামতি আছে—তুই তবু বলে' ক'য়ে একটা কাজের মতন কাজ করালি !

বরেণ। তোর যেমন বুদ্ধি ! চিরঞ্জীবের কথা শুন্‌বে না তো কি তোর আমার কথা শুনবে ? পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই চিরঞ্জীব যে রাজশ্যালক হচ্ছে—এখন থেকে তারই জয় জয়কার।

চির। আরে Cinema Company খুল্‌ছে কি আর সাধে ? ও কি একটা যে সে জিনিষ ? ব্যবসাকে ব্যবসা। ফুর্ত্তিকে ফুর্ত্তি, নেশাকে নেশা—এক আধারে সব। All Combined in one. Women ? You will get in hundreds. Amusement ? You will have plenty ! নেই কি বল ? Picnic, Party, Outing—নাম, যশ, পয়সা—সব পাবে।

মৃগেন। চিরঞ্জীব ! তোদের কোম্পানী খুল্‌লে আমায় টেনে নিস ভাই। Practice ছেড়ে দিয়ে তোদের দলেই ভিড়ে পড়ব। Type part আমি ভালই করব।

চির। সাধনা চাই ভাই, সাধনা চাই। আর চাই Sacrifice. You are to think of cinema, you are to speak of cinema, you are to dream of cinema. তবে তো Star হ'য়ে লোকের মন জয় করা যায়। একেই বলে bloodless conquest of human hearts. এই Rudolph Valentine-র কথাই

ধর। সারা পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে নেই—Who does not dream of—Valentino.

বরেণ। তা হলে তুই Valentino-র শূন্য পদটা জয় করেছিস্, বল্?

চির। Exactly so, Exactly so.

নলিনী। আর আমি?

চির। তুমি হবে World's sweet heart.

বরেণ। To be dreamt of, to be worshipped, but not to be touched by hand.

মৃগেন। Exactly by the lucky few.

[চিরঞ্জীব পায়চারী করিতে করিতে]

চির। একখানা ছবি—Only one—তারপর প্রথম ডাক পড়বে Bombay থেকে—তারপরই একেবারে—

মৃগেন। কিষ্কিন্ধ্যা!

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

চির। Nonsence! Nonsence! একেবারে Hollywood. Holywood! That land of fairies! That land of dreams!

বরেণ। অশোক আস্‌ছে! অশোক আস্‌ছে। আরে এস, এস!

(অশোকের প্রবেশ)

চির। কিহে আজও খালি হাতে!

অশোক। হ্যাঁ! বাঘগুলো দেখছি টের পেয়ে গেছে। কিন্তু তোদের আসর এত ঠাণ্ডা কেন?

নলিনী। চিরঞ্জীব বাবু আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গেছেন।

বরেণ। আমরা কেবলই হাই তুল্‌ছি আর পরীদের ডানার বাতাস খাচ্ছি।

অশোক। দেখিস্ ডানার ঝাপ্টা লেগে যেন না—আবার পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গে।

[জামা খুলিলে নলিনী সেই জামা হাতে করিয়া লইল]

নকুড়! নকুড়!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

এই জামাটা নিয়ে যা! নকুড় কি চ'লে গেছে।

ভৃত্য। আজ্ঞে নায়েব বাবু তাঁর ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছেন।

অশোক। কাঁদ্‌ছেন? কেন—কি হয়েছে?

ভৃত্য। আজ্ঞে তাতো জানিনা। জিজ্ঞাসা করলুম—তার কোন উত্তর দিলেন না।

অশোক। যা পাঠিযে দে এখানে।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

নকুড় কাদ্‌ছে? কুমীরের সর্দ্দি! এটা একটা নতুন খবর তো।

(নকুড়ের প্রবেশ)

কি হে কি হ'য়েছে?

নকুড়। আজ্ঞে কি আর হবে! আপনাকে বুঝি চাকরটা খবর দিয়েছে? পাজি কোথাকার।

অশোক। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার খবর কি?

নকুড়। আজ্ঞে সে পরে বলব' খুনি—এখন—এ সময়—

অশোক। তা হোক্! তা হোক্! এরা কিছু মনে করবে না,—বরঞ্চ তোমার কান্নার কথা শুনে এরা একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবে। বলে-ফেল, বলে—ফেল—

নকুড়। আজ্ঞে ঐ হারাধন ভট্টাচার্য্য—যে আজ দিন চারেক হ'ল মরে গেছে—

অশোক। কি? ভূত হ'য়েছে'?

নকুড়। আজ্ঞে তা কেন—তার মেয়ে—

অশোক। তবে পেত্নী হ'য়েছে বল ?

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

নকুড়। আজ্ঞে— সে মরেনি।

অশোক। যাক্ কতকটা আশ্বস্ত হলুম।

নকুড়। আজ্ঞে সেই মেয়েটা হুজুরের লোকজনদের যা' তা বলে অপমান ক'রেছে।

অশোক। ওঃ! লোকজনদের। তোমায় নয় ? তা হ'লে তুমি কাঁদছ কেন ?

নকুড়। হুজুরের লোকজনদের অপমান করা আর হুজুরকে অপমান করা—একই কথা।

অশোক। বটে! ঠিক্! এটা জমিদারী সেরেস্তার Logic—আমি মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু তার Cause of action টা—

নকুড়। হুজুর এ গ্রামের লোকের কাছে একটী পয়সাও খাজনা বাকী নেই। কিন্তু ওরা আজ ছ' বছর খাজনা দেয়নি। তাই লোক পাঠিয়েছিলুম কিছু দিতে পার্‌বে কি না জান্‌তে ? কিন্তু লোকেরা বাড়ী ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে হুজুরের নাম করে যা তা বল্‌তে লাগল।

অশোক। বটে! স্পর্দ্ধাতো কম নয়! জমীদার অশোক চৌধুরীর এমন প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব বাহাদুর থাক্‌তে তাকে অপমান ক'র্‌তে সাহস পায় একটা মেয়ে ? আমায় তাকে একবার দেখ্‌তে হবে। নিশ্চয়ই সে রাণী দুর্গাবতী কি রাণীভবানী—নিদেন রাণী-রাসমণীর recent edition হবে।

নকুড়। আজ্ঞে—মেয়েটা ভারী পাজী।

অশোক। নিশ্চয়ই—সে কথা আর বল্‌তে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি কালই একবার তাকে দেখ্‌তে যাব। আমার জমিদারীর মধ্যে

এমন একটা মেয়ে আছে আর তাকে আমি দেখব না! তুমি আমায় একটা দুর্লভ সংবাদ দিয়েছ নকুড়। পারিতোষিকের বেলায় আমি কৃপণতা করব না নিশ্চয়ই।

নকুড়। আজ্ঞে—দুষ্টের দমন কর্‌তে না পার্‌লে জমিদারী রাখা দায়।

অশোক। নিশ্চয়ই! জমিদারী রাখতে হলে বাইরে দুষ্টের দমন ক'র্‌তে হবে। আর ভিতরে দুষ্টকে পোষণ ক'র্‌তে হবে—নইলে জমিদারী রসাতলে যাবে। জমিদারী Code-এ এই হ'ল First principle. আচ্ছা তুমি এখন যাও নকুড়। আমার দ্বারাও সে বিধানের অন্যথা হবে না।

নকুড়। [যাইতে যাইতে] হুজুর মালিক—

[প্রস্থান]

বরেণ। কোথা থেকে এক বাজে হাঙ্গামা ঢুকিয়ে রসভঙ্গ ক'রে দিলে।

অশোক। ও কিছু নয়। Just a relief. গেলাসগুলো সব খালি কেন?

[সকলে মিলিয়া মদের গ্লাসগুলি ভর্ত্তি করিয়া লইল। চিরঞ্জীব এক গ্লাস অশোকের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল]

চির। Help yourself with a glass of Cocktail.

[বরেণ নলিনীর নিকট গিয়া]

বরেণ। Punch it further with the rhyme of your song.

মৃগেন। The rhyme of your dance—

[সকলে সমস্বরে মদের গ্লাস তুলিয়া ধরিয়া বলিল]

বরেণ। Three cheers for মেনকাবাঈ—

চির। উহুঁ! উহুঁ! Three cheers for বনবীথি দেবী—

চির। Let's have that Tableau Viva—

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

[সকলে হাসিয়া উঠিল। মেনকা ধীরে ধীরে নাচিতে লাগিল—পরে আরও দুই জনকে টানিয়া লইয়া সকলে মিলিয়া নাচিতে লাগিল ও নৃত্যান্তে সকলের তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে উপবিষ্ট অশোকের নিকটে গিয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রণাম করিল]

পদ্ম ভ্রমরের মধুপান-পদ্ম ঘুমাইয়া পড়িল—জেগে ওঠে—হতাশ হ'য়ে এলিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হারাধনের বাড়ী মায়া ঝাঁট্ দিতেছিল—নিশীথ প্রবেশ করিল—হাতে একটা স্যুট কেশ]

মায়া। একি নিশীথদা! তোমার চুল উস্কো খুস্কো, কি হয়েছে? ওকি। সঙ্গে স্যুট্‌কেশ! ব্যাপার কি?

নিশীথ। মামাবাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল!

মায়া। তার মানে?

নিশীথ। মানে সহজ! অঘোর হালদার কাকুর অবাধ্যতা সহ্য করতে রাজী নন্। হবিষ্যির জিনিসপত্তর ফেরত দিয়ে তাঁর কাছে তোমরা যে অপরাধ ক'রেছ তার শাস্তি না দিলে তাঁর মর্য্যাদা থাকে না। তাঁর আদেশ, গ্রামের কেউ যেন তোমাদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কই না রাখে। সুতরাং মামীমা তাঁর বহুদিনের ইচ্ছেকে কাজে লাগাতে একটুও দেরী করলেন না। তার ওপর মামা যখন হালদার মশায়ের কাছে ঋণী—

[মায়া নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল]

কি চুপ ক'রে রইলে যে?

মায়া। আমরা তা হ'লে এক ঘোরে ?

নিশীথ। হ্যাঁ! চলতি কথায় তাই বলে বটে। তবে সামাজিক Penal Codeএ একে বলে শাসন।

মায়া। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে তুমি এশাস্তি বেছে নিলে কেন ?

নিশীথ। বারে! আমার জন্যেই তোমাদের এই শাস্তি! আমি না থাক্‌লে, তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবটা যে তোমরা লুফে নিতে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। আর পাত্রটাও তো তিনি খারাপ নন।

মায়া। ঠাট্টা রাখ নিশীথদা! এ হাসি ঠাট্টার কথা নয়। আর একটা বছর গেলেই তুমি পাশ করে বেরুতে পারতে।

নিশীথ। সে বিচারের ভারটা না হয় আমার উপরেই ছেড়ে দিলে ?

মায়া। কিন্তু এ আক্ষেপ যে আমার কোনদিন যাবে না, যে আমাদের জন্যে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে ?

নিশীথ। আবার সেই কথা মায়া ? ভবিষ্যৎ নষ্ট করলুম কি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করলুম, তার উত্তর আমি আমার নিজের মন থেকেই পেয়েছি।

মায়া। কিন্তু, বর্ত্তমানে এই যে আত্মীয় বিচ্ছেদ—এ যে আমি কিছুতেই ভাব্‌তে পারছি না।

নিশীথ। মায়া! ঐ চিন্তাটা আমায়ও কম চঞ্চল করেনি, আমি চলে আসায় সব চেয়ে যিনি বেশী কষ্ট পাবেন, সেই মামাবাবুর কথা ভাব্‌লে—

মায়া। তিনি কি কিছুই জানেন না ?

নিশীথ। জানেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতে। কিন্তু কতটুকু তাঁর ক্ষমতা! তাঁকে যে কতখানি আঘাত নিত্য সহ্য করতে হবে, তাতো আমার অজানা নেই, জানিনা—তাঁর ইষ্টদেবতা ও আমার মধ্যে কাকে তিনি বেশী ভালোবাসেন।

মায়া। আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যে অন্য কোন চিন্তাকেই খুব বড করে দেখতে পারছি না। তোমার লোকসান যেন আমাদের প্রয়োজনের কাছে অতি তুচ্ছ! [তাহার গলা ধরিয়া আসিল] মার সম্বন্ধে কবিরাজ মশাই যা বললেন, তাতে তাকেও যে একদিন হাবাতে হবে, তা সুনিশ্চিত ; আর সেদিনও যে বেশী দূবে নেই—তাও বুঝি। সেই দুর্দ্দিনেব ভীষণ অন্ধকারে যে অন্ততঃ একজনকেও আমার পাশে পাব—এই ভবসাই আজ আমাব স্বার্থপবতা ; কিন্তু তা জেনেও, তাকেই আমার আঁকড়ে ধরে থাকৃতে হবে। এই আমাব শাস্তি, এই আমার অভিশাপ!

নিশীথ। আর সেই চিন্তাটাই আমাব পবম লাভ, আমার চরম সৌভাগ্য।

[নেপথ্যে স্ববস্বতী ডাকিল—"মায়া"]

মায়া। মা। মার কাছে যেন তুমি এ সব কথা তুলনা!

নিশীথ। পাগল হয়েছ?

[নিশীথ সুটকেশ লইযা অন্তবালে গেল, স্ববস্বতীব প্রবেশ, তাহাকে অতি রুগ্ন দেখা যাইতেছে]

মায়া। তুমি এখনই বাইবে এলে কেন মা? এখনও ভাল ক'রে রোদ ওঠেনি—ঠাণ্ডা লাগবে যে!

স্বর। ঠাণ্ডায় আর আমাব বেশী কিছু কবাতে পাববে না মা। তোরা যাই কেন না বলিস, আমি তো বুঝতে পারছি, আমার এ কি অসুখ! তাতে আমাব এতটুকু দুঃখ নেই মা। এত শীগ্‌গীরই যে আমি তাঁর কাছে যেতে পাববো, এ কি আমার কম সৌভাগ্য। ভগবান কবেন, শুধু তোর একটা হিল্লে ক'রে যেতে পারি—

মায়া। মা, তুমি যদি এ সব পাগলামী সুরু কর—তা হ'লে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি—তোমার এমন কিছুই বাড়াবাড়ি হয়নি, যে

এখন থেকে হতাশ হ'তে হবে। কবিরাজ মশাইতো বল্লেন—মাস খানেক ওষুধ খেলেই সেরে যাবে! এ রকম কত রোগী তিনি সারিয়েছেন।

স্বর। বেশ তো! আমি কি ওষুধ খাবনা ব'লেছি, না মরবার জন্যে একেবারে পা বাড়িয়ে বসে আছি।

মায়া। তবু যা বলি তা শুন্‌তে হবে। নিজের ইচ্ছেয় তুমি এক পাও চলতে পারবে না।

স্বর। আচ্ছা! আচ্ছা তাই হবে। হ্যাঁরে নিশীথ এখনও আসেনি, না?

মায়া। এসেছে বৈ কি! এই কোথায় গেল।

(নিশীথের প্রবেশ)

নিশীথ। এই যে আমি। কি বলছিলেন।

স্বর। ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বস বাবা!

নিশীথ। বস্‌ছি কাকীমা! [বসিল]

[মায়া ঘরের মধ্য হইতে একখানি গায়ের কাপড় আনিয়া স্বরস্বতীর অঙ্গ ঢাকিয়া দিল]

মায়া। এই গায়ের কাপড়টা গায়ে দিয়ে তুমি নিশীথদার সঙ্গে গল্প কর; আমি এক ঘড়া জল নিয়ে আসি।

[জলের কলসী লইয়া প্রস্থান]

স্বর। হ্যাঁ নিশীথ! তোমাদের কলেজ আবার কবে খুলবে? কলেজ খুললে যেতে হবে তো?

নিশীথ। না। এখন আমি কলেজে না গিয়ে, বাড়ী বসেও একজামিন্ দিতে পারি।

স্বর। তা হ'লে এখন আর তোমার কলকাতায় যেতে হবে না?

নিশীথ। না।

স্বর। বাঁচলুম বাবা! তুমি আছ ব'লে তবু অনেকটা ভরসা। চারিদিকে শত্রু। এ অবস্থায় মায়াকে নিয়ে থাকৃতে যে কি ভয় করে, তা আর তোমায় কি ব'লব!

নিশীথ। আপনি কোন ভয় করবেন না মা!

স্বর। বাবা! তোমার অলক্ষ্যে তোমার মুখ থেকে যে ডাক বেরুল, সেই ডাক্ যদি সত্যি হয়ে ওঠে,—তার চেয়ে বড় প্রার্থনা আর আমার কিছুই নেই; আমি ম'রে গেলে তুমি মায়ার ভার নিও। এ পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই!

নিশীথ। আপনি কেন ভাবছেন? আপনার অসুখ না সারা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবনাগুলো আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে, আপনি একটু নিশ্চিন্ত হোন্ দিকিনি। যদি নির্ভরই করেন—তার অমর্য্যাদা হবে না,—এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

স্বর। তা জানি বাবা! ভগবান তোমায় দীর্ঘায়ু করুন!

নিশীথ! কাকীমা! কবরেজ মশাই আজ সকালে খবর দিতে বলেছিলেন—আমি তার কাছে যাচ্ছি। নূতন কিছু বল্‌বার আছে কি?

স্বর। না, নূতন তেমন আর কি বল্‌বে! সেই রকমই আছি;—তবে রাত্তিরে ঘুম মোটেই হ'চ্ছে না। একটু ঘুমুতে পার্‌লে যেন অনেকটা স্বস্তি পেতুম!

নিশীথ। আচ্ছা, তাই ব'লব তাঁকে—আমি চল্‌লুম।

[নিশীথের প্রস্থান]

স্বর। এস বাবা! আহা! নিশীথের মুখে "মা" ডাক্—আমার সব যন্ত্রণা যেন নিমিষে দূর করে দিলে! ঠাকুর! তার মা ডাক্ সত্যি হোক্, সত্যি হোক্, এই তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা।

[যুক্তকরে প্রণাম করিল]

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যা। এই যে দিদি! আজ কেমন আছ?

স্বর। ভাল বই কি! মর্‌বার ভাগ্যি চাই দিদি!

কাত্যা। তা বৈকি! হিঁদুর ঘরের বিধবার প্রাণ, কৈ মাছের চেয়ে শক্ত। কিন্তু ম'লেই বা চল্‌বে কি ক'রে? দুধের মেয়েটা রয়েছে, তাকে তো পার কর্‌তে হবে।

স্বর। ওর জন্যেই তো ভাবনা! কিন্তু পোড়া মেয়ের অদৃষ্টে যে কি আছে—ভগবানই জানেন।

কাত্যা। আমি ব'লি কি, অঘোর হাল্‌দারকে ধরে, মেয়েটার একটা গতি ক'রে ফেল। পয়সা আছে—মেয়েটা সুখেই থাক্‌বে।

স্বর। নকুড়ও কাল এসে তাই ব'ল্‌ছিল, কিন্তু দিদি,—আমি মরে গেলে ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে। আমি নিজে হাতে আর কেন ওর সর্ব্বনাশ করে যাই।

কাত্যা। তুমি বল্‌ছ কি দিদি! অঘোর হালদারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সর্ব্বনাশ! তুমি যে অবাক্ করলে। আমরা তো ওর মতন জামাই ক'র্‌তে পার্‌লে ভাগ্যি মনে করি। আমাদের যে ছাই-জাত নয়—তা না হ'লে আমি যেমন ক'রে পারি আমার পুঁটিকে তার হাতে তুলে দিতুম। তোমার বাপু সব তাতেই যেন কেমন আদিখ্যেতা! বেশী বয়স পর্য্যন্ত ঘরে রাখা, লেখা পড়া শেখান, ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশ্‌তে দেওয়া—সবই যেন বাড়াবাড়ি। যা ভাল বোঝ কর বাপু! আমরা কোন কথায় থাক্‌তে চাইনা। তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদেরও মুখ পুড়বে, তাই বলা। যাই বাপু! পরের কথায় ঐ জন্যেই আমি থাক্‌তে ভাল বাসিনা। একটু ধর্ম্মের দিকে চেয়ে কাজ কর দিদি।

[প্রস্থান]

স্বর। ভগবান্ !

(নিশীথের প্রবেশ)

নিশীথ। কাকীমা ! কবরেজ মশাই একটা নতুন বড়ি দিলেন।

স্বর। রেখে দাও বাবা। নিশীথ—। না, আজ যাক্। আমায় একটু ধর বাবা—ঘরে যাই।

[নিশীথ স্বরস্বতীকে ধরিয়া ঘরে রাখিয়া আসিল। মায়া জল লইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল]

মায়া। মা ঘরে গেলেন ?

নিশীথ। হ্যাঁ, এই মাত্র গেলেন।

মায়া। তুমি আবার যেন কোথায়ও বেরিওনা নিশীথদা। কাল রাত্তিরে যা তোমার জুটেছে, তা বুঝতে পেরেছি। আমি চট্ করে কিছু খাবার ক'রে এনে দিচ্ছি।

নিশীথ। তাতে কোন আপত্তি করব না। আজতো পরের কথা, কোন কালেই আর আপত্তি করব না।

মায়া। বাক্যির জাহাজ।

[প্রস্থান]

নিশীথ। [দীর্ঘ নিশ্বাস] বাক্যির জাহাজই বটে ! তবে আজ অচল। [বাহিরের দিকে দেখিয়া] ওকে ? জমিদার বাবু না ? এইখানে কি মনে ক'রে।

(অশোক ও চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

অশোক। এইটাই হারাধন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী না ?

নিশীথ। হ্যাঁ।

অশোক। তুমি ?

নিশীথ। আমি প্রতিবেশী।

অশোক। আমি জানতে এসেছি, হারাধন ভট্টাচার্য্যের মেয়ে আমার লোকজনকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে কোন্ সাহসে ?

নিশীথ। আজ্ঞে—

মায়া। তার উত্তর আমি দিতে পারি কি ?

অশোক। তুমি—[তাহার দিকে চাহিয়া] আপনি—

মায়া। হ্যাঁ ! আমি। যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের অন্ততঃ মা বোনের সঙ্গে কথা কইতে শিখিয়ে পাঠান উচিত ছিল।

চির। An angel! She will make a capital heroine!

অশোক। আঃ। মার্য্যাদা বোধ যাদের এত বেশী—তাদের দেখা উচিত যে, মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করবার অবসর কেউ না পায়।

মায়া। আমি টাকা দেবনা বলিনি, শুধু কিছু সময় চেয়েছিলাম মাত্র। তারও প্রয়োজন হতনা, যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন।

অশোক। আপনার ইচ্ছামত কাজ করেনি ব'লে,—তাদের আপনি অপমান ক'রেছিলেন। আপনার সাহস আছে—আমি তা প্রশংসা করি।

মায়া। আপনি আমায় বিদ্রুপ করতে পারেন। আমায় অপমান করতেও পারেন। কারণ আপনি জমিদার, যাদের পাঠিয়েছিলেন তাদের মনিব আপনি। কিন্তু অশোকবাবু যাদের পয়সা নেই, তাদের কি মান অপমান জ্ঞানও থাকতে নেই ?

চির। A fine voice!

অশোক। আঃ। আবার—

চির। Right O'.

মায়া। আপনার নামে যে এখানে নিত্য কত অত্যাচার হচ্ছে, সে সব আপনাব অনুমোদিত কিনা জানিনা কিন্তু আজ, এই বাড়ী বয়ে আমায়—এক সদ্য পিতৃহীনা নারীকে অপমান করতে আসায় শুধু এই কথাই মনে হয়, যে আপনার কাছে অর্থ ই সব, আর যা

কিছু সব মিছে। সামান্যই আমার কাছে আপনার পাওনা— আপনার অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের অতি ক্ষুদ্র অংশও তা পূরণ করতে পারবে না। কিন্তু, সেইটা আদায়ের জন্যে আপনার এই আগ্রহ আপনার এই নিজে আসা দেখে, মনে হয়—আমায় অপমান-বিব্রত করাটাই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য—পাওনাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অশোক। হুঁ! দেখেছি আমার লোকজন মিথ্যে বলেনি। আপনার কথায় বেশ ঝাঁঝ আছে—বক্তৃতা দেবার মত ক্ষমতাও আছে। কিন্তু আপনার বোধ হয় জানা নেই, যে আমি সে সবের বহু উর্দ্ধে।

চির। কিন্তু এই বক্তৃতার দাম একেবারে নেই মনে ক'রনা। খাসা acting! আমি হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলুম। সময়মত হাততালি দিতে পারিনি। Capital! I congratulate you,

[তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গেল—অশোক তাহাকে বাধা দিল]

মায়া। [সভয়ে] নিশীথদা—।

[নিশীথের অতি নিকটে গিয়া দাড়াইল]

নিশীথ। অশোকবাবু! আপনার এই সঙ্গীটাকে চুপ করতে বলবেন কি?

চির। Oh! I see, the source of inspiration—

অশোক। চুপ কর চিরঞ্জীব!

নিশীথ। অশোকবাবু! আপনারা যদি এখান থেকে না যান, তবে আমাদেরই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

মায়া। [কম্পিতস্বরে] আমাদের এই বাড়ীখানা রয়েছে—সামান্য কিছু জমিও আছে। আপনি বিক্রি করে আপনার প্রাপ্য নিয়ে নেবেন। যদি, যদি আপনার বিশেষ ক্ষতি না হয়, এক

সপ্তাহের মাত্র সময় দেবেন ; বাবার শ্রাদ্ধটা তাঁরই ভিটেয় ক'রব মনে করেছি। সেটা শেষ হয়ে গেলে, আর একদিনও থেকে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ ক'রব না। আপনার প্রয়োজন বেশী, তার দাম গরীব প্রজাকেই দিতে হবে।

অশোক। হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার যে পরিমান মর্য্যাদা বোধ আছে, সে পরিমান বুদ্ধির একান্ত অভাব। আর যে প্রস্তাব আপনি এই মাত্র করলেন অর্থাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া, তার মধ্যে রাগ আছে সত্যি, কিন্তু দূরদৃষ্টি মোটেই নেই। যাক্ শুনুন,—এখানে থাক্‌বার বাসনা আমার মোটেই নেই ; কোনরূপ ক্ষতি করবার ইচ্ছাও নাই—কারণ আপনি আর যাই হোন্, আমার কাছে আপনি—যাক্ আপনি আপনার বাড়ীতেই থাক্‌তে পারেন। শুধু মনে রাখবেন যে, জমীদারের প্রাপ্যের প্রতি কপর্দ্দকটী তা'র দাবী, ভিক্ষে নয়। আর জমিদার তা'র প্রজাবর্গের কাছে শুধু সম্মানই প্রত্যাশা করে—তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা নয়। এস চিরঞ্জীব—

[উভয়ের প্রস্থান]

[মায়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নিশীথ তাহার মাথায় হাত দিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল]

মায়া। নিশীথদা!

নিশীথ। মায়া—

তৃতীয় দৃশ্য

[অশোকের একটী সুসজ্জিত ঘর। সাবিত্রী গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে ঘর সাজাইতেছে। ঘরের এক কোণে একটী অর্গান রহিয়াছে। সাবিত্রী তাহা ঝাড়িতে লাগিল এবং পরে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল]

গান

ওগো সুন্দর
ওগো সুন্দর তব লাগি—
মম হৃদয় কানন ছায়
অনুরাগে গায় পাখী
মোর মনের ভুবনে ফিরে
কোন উৎসব বাঁশরীরে
(মোর) মনের গহনে গোপন
গোপন যে প্রেম
নীরালায় উঠে জাগি।

[গানের শেষের লাইনের সঙ্গে সঙ্গে রাখাল প্রবেশ করিল হাতে ফুলের তোড়া—ফুলদানিতে রাখিল]

রাখাল। ওঃ! দিদিমণির আজ আর আনন্দ ধরছেনা। আজ হল সোমবার। বেহস্পতিবারে বিয়ে, তা হলে আর কদিন বাকী রইল!

সাবিত্রী। বারোদিন।

রাখাল। এই সোম, মঙ্গল, বুধ, বেহস্পতি—চারদিন। আজকের দিনটা ছেড়ে দাও রইল তিন দিন। বেহস্পতিবারটাও ছেড়ে দাও

রইল মোটে দু'দিন। ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কি বল দিদিমনি? এখন দাদাবাবু আজ এসে পৌছুলে হয়। দিদিমনি, বিয়ে গেলে ওসব শিকার টিকারে আর যেতে দিওনা।

সাবিত্রী। আমার কথা শুন্‌বে কেন?

রাখাল। বারে তোমাব কথা শুন্‌বে না! তোমার কথা না শুনে তার উপায় আছে!

সাবিত্রী। ধর যদি নাই শোনে, তখন কি ক'র্‌বে, শিখিয়ে দাও।

রাখাল। হুঁ! সে দিদিমনি তোমারাই ভাল জান, আমায় আর শিখিয়ে দিতে হবে না।

সাবিত্রী। হ্যাঁ রাখালদা, তুমি বুঝি তোমার বৌকে ভয় কর্‌তে?

রাখাল। তা কব্‌তুম বৈকি। শুধু আমি কেন, সবাই করে—তবে মুখে স্বীকাব করেনা। ভদ্রলোকেরা বরঞ্চ বেশী ভয় করে। যতই হোমরা চোমরা—সে জজই হোক্ আর দারোগাই হোক্, বাড়ীর কাছে সব একেবারে কেঁচো। বাইরে যে যত বড়—বাড়ীর ভিতরে সে তত ছোট। আমরা তো তবু ভাল—রাগ হল দিলুম দু'ঘা বসিয়ে, ভদ্রলোকেরা তো আর তা পারবে না।

সাবিত্রী। তুমি তোমার বৌকে মার্‌তে?

রাখাল। সব সময় কি আর মার্‌তুম—তবে কখনও কখনও রাগ হলে—

সাবিত্রী। সে চুপ করে সহ্য কর্‌ত।

রাখাল। হ্যাঁ! চুপ করে সহ্য কর্‌বে! সে জাতই নয়। মেয়েদের জিবের ধার—লাঠিতো দূরের কথা, তরোয়ালের ধারের চেয়েও বেশী।

সাবিত্রী। তুমি আমাদের গালাগালি দিচ্ছ রাখালদা!

রাখাল। ছিঃ দিদি। তোমাদের গালাগাল দেব! মেয়েদের মত ভাল-বাসতে সেবা কর্‌তে কি কেউ পারে? দাড়িপাল্লায় চড়ালে তাদের ভালোটাই ঝুকে থাকবে।

সাবিত্রী। বাঃ রাখালদা! কি সুন্দর তুমি বল্‌তে পার—লিখতে পার্‌লে তোমার দাম হোত।

রাখাল। লিখতেই যা পারিনা—নইলে কৃত্তিবাস, কাশীরাম আমার মুখস্থ।

(কথা বলিতে বলিতে মহামায়া ও পশুপতির প্রবেশ)

মহামায়া। যখন গেলে তখন একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই হোত। আবার রেখে এলে কেন?

পশুপতি। তারা' মোটরে রওনা হয়েছে—এল ব'লে, আমি ট্রেনেই চ'লে এলুম।

মহামায়া। অত ক'রে বারণ করলুম যে বিয়ের কদিন মোটে বাকী—এখন যাস্‌নি, তা কথা কি কিছুতে শুনবে, সে ইস্কুলেই পড়েনি! আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি এবার তবু বিয়েতে মত দিয়েছে। কর্ত্তা তো সাধ্য সাধনা করে মত করাতে পারেন নি। তাঁর বড় সাধ ছিল, তিনি থেকে বিয়েটা দিয়ে যান—কিন্তু হতভাগা ছোঁড়ার জ্বালায় তাঁর সে সাধ আর মিট্‌ল না। চিরটা কাল এক গুঁয়ে—"না" করলে "হ্যাঁ" করায় কার সাধ্যি।

পশুপতি। এবার একবার আমার মা লক্ষ্মীর হাতে সঁপে দিই—তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

[সাবিত্রী ও রাখালের প্রস্থান]

মহামায়া। তাই হ'লেই বাঁচি, আমার যেন আর একদিনও বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। আর জুটেছেও তেমনি এক হতভাগা ঐ চিরঞ্জীব। কি বলে, কি করে, আমি কিছু ঠাওরাতেই পারি না। ওযে আমার সাবিত্রীর ভাই—এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

পশুপতি। একটু বয়েস হ'লে দেখবেন সব দোষ কেটে যাবে। সংসর্গটা খারাপ, নইলে অশোকের ভেতর জিনিস আছে। দেখবেন এক কালে খুব বড় হবে।

মহামায়া। তুমি ওর মাথাটা আরও খেলে। কাউকে কোন দিন একটা কথাও বল্‌তে দাও নি। ছেলে বেলা থেকে যদি শাসন করতে, তা হ'লে এ ভাবে বাড়তে পারত না, লোকের মুখে ওর কাণ্ডকারখানা শুনে আমার যেন মাথা কাটা যায়। যাক্, মার দয়ায় ভালয় ভালয় বিয়েটা হ'য়ে গেলে, এখানে আব আমি থাক্‌ছি না, বাকী দিন কয়টা বিশ্বনাথের চরণতলায় পড়ে থাকব।

পশুপতি। মা, ঐ ওরা এল। এখন আব কিছু বল্‌বেন না ; একটু পরেই না হয় দেখা ক'ব্‌বেন, তেতে পুড়ে আস্‌ছে। চলুন, আমরা যাই।

[উভয়েব প্রস্থান]

(অন্য দিক দিয়া অশোক ও চিবঞ্জীবেব প্রবেশ)

অশোক। হেরে গেছি চিরঞ্জীব। হেবে গেছি—

[ফুলেব তোড়াটী লইয়া তুলিয়া ধবিল]

চিরঞ্জীব। সেই মেয়েটা দেখ্‌ছি তোর মাথায় বাসা বেঁধেছে।

অশোক। যাই বলিস্ মেয়েটার প্রশংসা করতেই হবে। জীবনে মেয়ে মানুষ তো কম দেখ্‌লুম না—কিন্তু এ রকম নির্ভীক, তেজস্বিনী মূর্ত্তি আমার চোখে আজও পড়ে নি।

চিরঞ্জীব। যাক্, প্রাণ ভোরে শোনান হয়েছে।

অশোক। তা হয়েছে, তবে কি রকম শোনান হ'য়েছে জানিস্? ছুটো ছেলে মারামাবি ক'রে যে হেবে যায়, সে যেমন হেরে গিয়েও গালাগাল দিয়ে জেতবাব চেষ্টা করে—ঠিক তেমনি, তার সামনে নিজেকে যেন অত্যন্ত ছোট মনে হচ্ছিল। তার স্পষ্ট অথচ মার্জ্জিত তিরস্কার নিমেষে আমার সমস্ত হীনতা বাইরে টেনে বার করে দিয়েছে।

চিরঞ্জীব। ডেঁপোমি, স্রেফ্ ডেঁপোমি। কিন্তু সে যাই হোক—আমি যদি

ওকে পাই—I can make her a Garbo. A charming personality with the beauty of a—

অশোক। থাম চিরঞ্জীব ওকে নিয়ে ঠাট্টা করিস্ নি।

চিরঞ্জীব। এ্যাঁ! ব্যাপার কি? The unseen arrow of cupid? Straight in to the heart?

অশোক। ঠাট্টা রাখ। আমার শুধু মনে হচ্ছে, যে নির্ভীকতার আমি এতদিন বড়াই করে এসেছি, তা যেন ওর নির্ভীকতার তুলনায় ছেলে মানুষী।

চিরঞ্জীব। যাক্! নজরে যখন পড়েছে, তখন পেতেও দেরী হবে না নিশ্চয়ই।

অশোক। চিরঞ্জীব, তাকে দেখেই বুঝেছি—তা হবার নয়।

[চিরঞ্জীব হাসিয়া উঠিল]

চিরঞ্জীব। অশোক একটা নতুন কথা শোনালে।

অশোক। নতুন নয় চিরঞ্জীব। নিজের অভিজ্ঞতাকেই খুব বড় মনে করিস্ নি। আর তা ছাড়া অর্থে যাদের পাওয়া যায়, তাদের উপর লোভ আমার মোটেই নাই। ভালবাসার অভিনয় আমি বহু করেছি—আর তার চেয়েও বহু শুনেছি। কিন্তু আজ বুঝ্ছি ভালবাসা বিধাতার আশীর্বাদ—আর তা পেতে হলে চাই ভাগ্য।

চিরঞ্জীব। ও সব ছেঁদো কথা বইয়ে ঢের পড়েছি ভাই। নতুন করে শুনে আর কোন ফল নেই। But she is beautiful, charmingly beautiful!

অশোক। দেখেছিস্ চিরঞ্জীব! কি একান্ত নির্ভরতায় সে ওই ছেলেটির হাত ধ'রে দাঁড়ালো! নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করতুম যদি আমার সব কিছু দিয়ে এই নির্ভরতাটুকু কিনতে পারতুম।

[পায়চারী করিতে লাগিল]

ধন্য সে, ভাগ্যবান সে—যে তার ভালবাসার অধিকারী।

চির। তুমি তা হ'লে তার ধ্যান ক'রতে থাক,—আমার কাজ আছে, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান]

অশোক। রাখাল! রাখাল! আঃ কোথায় গেল সব?

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। কি দাদাবাবু?

অশোক। ছাতের উপর এত গোলমাল কিসের?

রাখাল। ম্যারাপ বাধা হচ্ছে। আর তো বেশী দেরী নেই। এখন থেকে ব্যবস্থা না করলে হ'য়ে উঠবে কেন?

অশোক। ম্যারাপ্?

রাখাল। এই দেখ! একেই বলে যার বিয়ে তার হুস নেই—পাড়া পড়শীর ঘুম নেই। এতদিন বাইরে ছিলে, তা আর জান্‌বে কি?

অশোক। রাখাল তুই একবার মাকে ডেকে দে। আচ্ছা থাক বরঞ্চ পশুপতি কাকাকেই ডাক্। না না, এ হতেই পারে না—অসম্ভব! অসম্ভব।—

[পায়চারী করিতে লাগিল]

রাখাল।—

(রাখালের প্রবেশ)

নিজের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী প্রাণীর সর্ব্বনাশ কিছুতেই করতে পারব না। প্রাণ নিয়ে ছেলে খেলা অনেক করেছি—আর নয়।

(পশুপতির প্রবেশ)

পশু। অশোক—আমায় ডাক্‌ছিলে?

অশোক। হ্যাঁ, কাকা। বিয়ের সমস্ত আয়োজন বন্ধ ক'রে দিন—আমি বিয়ে কর্‌তে পারব না, কিছুতেই নয়।

পশু। অশোক! অশোক! ছেলে খেলা কর না, এখন আর ছেলে মানুষী করবার সময় নেই। ওসব খেয়াল ছাড়।

অশোক। কাকা, আমি নিরুপায়। আপনাদের কারুর কথাই—আমি রাখ্‌তে পারব না—কোন মতেই না—

পশু। কোন মতেই না? বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখ অশোক। বরঞ্চ আজ এর উত্তর না দিয়ে কাল দিও।

অশোক। না কাকা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। সাবিত্রী চিরঞ্জীবের সহোদরা সে আমারও বোন তার প্রতি এত বড় অবিচার আমি ক'রতে পারব না। সাবিত্রীকে এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করুন তার বিয়ে দিন—তার ছেলে মেয়ের আনন্দ কোলাহলে বাড়ী ভরে উঠুক—আমি তাদের প্রাণ-ভরে আশীর্ব্বাদ করবো।

পশু। অশোক, তোমার এই ব্যবহাব মস্তিষ্কের বিকৃতি ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারি না, আর তার জন্য দায়ী আমি নিজে। কিন্তু অশোক, আমার বড আশা ছিল তুমি একদিন শোধরাবে, কারণ তুমি বিদ্বান, তুমি মেধাবী।

অশোক। আপনার সেই আশাই বোধ হয় পূর্ণ হবে কাকা। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। আর আমায় কিছু বলবেন না। আমার কথার নড়চড় হয় না—সে তো আপনি জানেন, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

পশু। হবার নয়—হবার নয়! [প্রস্থান]

অশোক। যা পারবো না, তার জন্য যদি সকলের অভিশাপ কুড়োতে হয়—কুড়োবো, তার জন্য আমি কোন দিন অনুতাপ করবো না—জীবনে অনেক ভূল করিছি—আর ভূলের বোঝা বাড়াবো না।

(মহামায়া ও পশুপতির প্রবেশ)

মহা। অশোক! এ সব কি শুনছি? ছেলে মানুষী করবার আর সময় পেলে না? ও সব খেয়াল রাখ। এত দূর এগিয়ে যাওয়া গেছে যে এখন আর কিছুতেই—পেছুনো যায় না।

অশোক। মা। তুমি আর অনুরোধ করে আমার পাপের বোঝা বাড়িও না।

মহা। একবার কি ভেবে দেখেছ, তোমার এই ব্যবহার কতখানি আঘাত দেবে সাবিত্রীর কোমল প্রাণে ? সে ছেলে মানুষ নয়। তার বুদ্ধি হয়েছে। তোমার বাবা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত সকলে মিলে, যে ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছ—আজ যদি তা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কর, তাতে সে কি নিদারুণ কষ্ট পাবে একবার ভেবে দেখেছ ? অশোক ! তুমি তার অবস্থা ঠিক্ বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমি জানি এ আঘাত তার পক্ষে অসহ্য হবে। সে বড় ভাল মেয়ে, তার চোখের জল আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না—

অশোক। মা ! সাবিত্রীকে অদেয় আমার কিছুই নেই। কিন্তু যা আমার নয়, যার উপর আমার নিজের কোন অধিকার নেই—তা আমি কি করে দেব ?

মহা। ও সব হেঁয়ালী আমি বুঝি না, স্পষ্ট কথা বল।

আশোক। আর কতবার বলবো মা ? আমার অবস্থা তোমরা কেউ বুঝ্‌বে না। সে বোঝাবার নয়।

মহা। ছিঃ অশোক ! তুমি একেবারে উচ্ছন্ন গেছ।

অশোক। তাতে আশ্চর্য্য হচ্ছ মা ! একা বাবা যা রেখে গেছেন, তাইতো দশ পুরুষের উচ্ছন্ন যাবার পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর মাতামহের এই অগাধ ঐশ্বর্য্য। এখনও যে প্রাণে বেচে আছি, এই কি যথেষ্ট নয় ?

মহা। অশোক ! এ পর্য্যন্ত তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করে এসেছি—কিন্তু তোমাব আজকার অপরাধ আমি ক্ষমা করবো না—এ তুমি নিশ্চয় জেন, আজ থেকে জানবো আমি

নিঃসন্তান, আমি কালই কাশী চলে যাব। তোমার মুখ যেন আমায় আর দেখ্‌তে না হয়। আমার মৃত্যুর পরেও যেন তোমার হাতের পিণ্ড জল আমায় গ্রহণ করতে না হয়।

পশু। ছিঃ মা ও কি কথা—আপনারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

মহা। পশুপতি, তুমি আজই আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও, আর এক মূহুর্ত্তও আমি এ বাড়ীতে থাকবো না। কি করে সাবিত্রীর কাছে আমি এ পোড়ার মুখ দেখাব বলতো! ছেলে হ'য়ে আমার সব সাধই মিটেছে আর কেন!

পশু। চলুন মা—চলুন, অশোককে একটু ভাবতে সময় দিন।

[উভয়ের প্রস্থান—অশোকের মদ্য পান। রাখালের প্রবেশ ও সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল]

অশোক। আলোটা নিভিয়ে দে রাখাল।

(রাখালের তথাকরণ ও সাবিত্রীর প্রবেশ)

এ বিয়েতে হয়তো সাবিত্রী সুখী হবে, মা, পশুপতি কাকা, চিরঞ্জীব, সকলে সুখী হবে, বাবার পরলোকগত আত্মাও নাকি সুখী হবে। কেবল সুখী হব না আমি। তা হোক—ভগবান এতগুলো লোকের সুখের বিনিময়—আমার নিজের সুখ বলি দেওয়াই কি আমার কর্ত্তব্য নয়!

সাবিত্রী। না।

অশোক। কে! কে!

সাবিত্রী। আমি।

অশোক। কে। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। বিয়ে কখনও এক পক্ষের ইচ্ছেতে হয় না, বিশেষতঃ দুজনেই যেখানে স্বাধীন। আমার মতের একটা দাম আছে আমি মনে করি।

অশোক। সত্যি বল সাবিত্রী—তুমি কি আমায় বিয়ে করতে চাওনা ?

সাবিত্রী। না।

অশোক। তবে এতদিন সে কথা বলনি কেন ?

সাবিত্রী। সব কেনর উত্তর পাওয়া যায় না।

অশোক। কিন্তু আমাকে বিয়ে না করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

সাবিত্রী। যদি বলি আপনি অসৎ চরিত্র। আপনি উচ্ছৃঙ্খল। তাতে অন্যায় হবে কি ?

অশোক। মোটেই নয়। তাতে আমি একটুকু ক্ষুব্ধ হব না। সত্য কথার সম্মান দিতে আমি জানি। কিন্তু সাবিত্রী—

সাবিত্রী। আর কিন্তুর জাল জড়াবেন না! তাতে শুধু জড়িয়েই মরতে হবে।

অশোক। এতক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল সাবিত্রী—যে এই সমস্যা থেকে তুমিই আমায় মুক্তি দিতে পার। মুক্তিও তুমি দিলে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা যেন আমার পক্ষে বড্ড বেশী। এ যেন আমার প্রাপ্য নয়—একটা প্রকাণ্ড ঋণ। শেষে ঋণের বোঝায় তলিয়ে না যাই।

সাবিত্রী। কিন্তু সেটা তো অনেক পরের ভাবনা।

চিরঞ্জীব। [প্রবেশ করিয়া] কি হে অন্ধকারে বসে কেন। এঁ্যা এ কে! সাবিত্রী যে! এ যে দেখছি ভাবী দম্পতির নিভৃতে আলাপ। আরে এতে লজ্জা কি ? আমি এসব বিষয়ে খুব liberal, Happy, Happy, Happy must be! love to live—live to love, I must sayeth the.

চতুর্থ দৃশ্য

[চন্দনার রাধাবল্লভজীর মন্দির—অঘোর ও নকুড় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে]

বৈষ্ণবীর গান

আঁখির আড়ালে রবেনা বলিয়া সুন্দর ঘনশ্যাম।
আঁধার হইয়া নেমেছে নয়নে নয়নের অভিরাম ॥
বাহির দুয়ার বন্ধ বলিয়া
প্রাণে প্রাণে আজ হৃদয় ভরিয়া
মোর মন মধুবনে হে লীলা কিশোর, একি লীলা অবিরাম ॥

[প্রস্থান]

অঘোর। তুমি যাই বল নকুড—আমি বিশেষ আশা দেখছি না।

নকুড়। মাগীকে কত করে জানালুম। ওর সেই এক কথা, বলে—“আমি তো যাচ্ছিই—ওর আর সর্ব্বনাশটা কেন করে যাই”।

অঘোর। সত্যি নকুড়, মেয়েটা যেন ঠিক আমার যুগ্যিই ছিল। বেশ বড়-সড, সংসারটা আমার ঠিক চালাতে পারত। সেই জন্যেই ভাই আমারও একটু জেদ চেপেছে। আর সাধে ভাই কি বিয়ে করতে চাইছি, ছেলেটা যে মানুষ হল না—

নকুড়। দাদা, তুমি বিয়ে করলে কিন্তু মতি গয়লানী বড় দুঃখু পাবে।

অঘোর। আরে দুর দুর, কি যে ছাই বল!

নকুড়। যাক্, আশা কিন্তু আমি এখনও ছাড়িনি—ক’দিন নিশীথ ওদের খরচ জোগাবে? মামাবাড়ীমুখো আর বাছাধন হ’তে পারছেন না। যা চাল চেলেছ।

অঘোর। কিন্তু ভাবছি নকুড় একটা মেয়ের জন্য এতটা করা—

নকুড়। তুমি কিছু মাত্র ভেবনা দাদা। কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলেনা—

অঘোর। দেখ ভাই—তোমার হাত যশ, আর আমার কপাল,—তুমি কলকাতায় যাচ্ছ কবে ?

নকুড়। কই আর যাওয়া হল, ম্যানেজার বাবু চিঠি দিয়েছেন এখন যেতে হবে না—বিয়ে বোধ হয় পেছিয়ে গেল।

অঘোর। তার মানে ?

নকুড়। কে জানে, ও মাতালের কাণ্ডই আলাদা—মতের কি কিছু ঠিক আছে! ঐ দেখ দাদা! মায়া এ দিকেই আস্‌ছে। বোধ হয় পূজো দিতে আস্‌ছে।

অঘোর। আমি সরে পড়ি—।

নকুড়। লজ্জা কি—। দাঁড়াও না।

অঘোর। না ভাই, তুমি থাক, আমি একটু আড়ালেই যাই।

[প্রস্থান]

(মায়ার প্রবেশ, হাতে পূজার সামগ্রী)

নকুড়। কি মা পূজো দিতে এসেছ ?

মায়া। হ্যাঁ।

নকুড়। তোমার মাকে চণ্ডীপুরের বসন্ত কবরেজকে এনে দেখালে হ'ত না ?

মায়া। বুড়ো কবরেজ মশাই দেখছেন।

নকুড়। তাতো দেখছেন জানি—কিন্তু শুধু তাঁর ভরসায় রেখে দেওয়া কি ভাল ? তোমার বাবা স্বর্গে গেছেন, আমায় ছোট ভাইয়ের মতন দেখতেন বলেই বলছি। বসন্ত কবরেজের নাম ডাক আছে।

মায়া। তাঁকে আনবার মতন পয়সা তো আমাদের নেই—।

নকুড়। অঘোরদা আমায় সেই কথাই খানিক আগে বলছিলেন, টাকার দরকার থাকলে তিনি দিতে রাজী আছেন। এ সব বিষয়ে

হাতটা ওঁর খুব দরাজ। বলতো আমি তাকে বলিগে। মা! মার চেয়ে জগতে বড় আর কেউ নেই। তার চিকিৎসার জন্য টাকা ধার করতে লজ্জা কি? আর অঘোরদা কিছু টাকাটা ফেরৎ চাইতে পারবেন না!

মায়া। না টাকার দরকার হ'বে না।

নকুড়। বুঝেছি মা। তুমি ঐ নিশীথ বাবুর পরামর্শে চলেছ। যাক, তোমার মা সেরে উঠলেই ভাল। আমাদের একবার বলা উচিৎ—তাই বল্লুম। শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছে। তবে একটা কথা বলে যাই মা—তোমার মত যদি কখন বদলায় আমায় খবর দিও। আসি মা।

[প্রস্থান]

[মায়া মন্দিরের উপরে উঠিল]

মায়া। পুরুত মশাই। পুরুত মশাই—

(পুরহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি মা।

মায়া। মা পূজো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পুরো। রেখে যাও মা। আমি পরে প্রসাদ পাঠিয়ে দেব।

[পুরহিতের প্রস্থান]

[মায়া প্রণাম করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল, যশোদা ও কাত্যায়নী কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল]

যশোদা। হাড় জ্বালিয়ে খেলে ভাই। এক দণ্ড যদি বাড়ী থাকবে! কোথায় পড়ে মরবে না কি হবে—

কাত্যা। মায়া যে লো! এখানে একলা কোথায় এসেছিলি?

মায়া। পূজো দিতে।

কাত্যা। ঠাকুর মশাই পূজো নিলেন? নাঃ আর বাপু জাতজন্ম রইল না। কি লো চললি যে। অহঙ্কারে চোখে কানে দেখতে পাস্না দেখছি।

মায়া। মা বাড়ীতে একলা আছেন।

কাত্যা। কেন? নিশীথ কোথায় গেল?

মায়া। কবরেজ মশাইয়ের কাছে।

কাত্যা। বলিহারি ছেলে বাবা নিশীথ। অন্ধ মামাকে ফেলে রেখে পরের সেবা করছেন। ঘেন্না নেই, পিত্তি নেই, পরকালের ভয় নেই—একটা মেয়ের পেছুনে ছুটে বেড়াচ্ছে।

যশোদা। ছুঁড়ি মন্তর জানে যে।

কাত্যা। যা বলেছিস্। এত সব শিখলি কবে লো? একেবারে জলজ্যান্ত ভেড়া বানিয়ে রেখেছিস্। যা কর বাছা গ্রামের বাইরে গিয়ে করলে ভাল হয় না? বলি গ্রামে তো আরও পাঁচটা মেয়ে আছে—তারা এ সব দেখলে কি শিখবে?

মায়া। আপনারা কি মনে করেছেন? আমি কোন উত্তর দিচ্ছি না বলে কি আমায় বোবা মনে করেছেন?

যশোদা। ওলো সরে আয়! যে রকম ফোঁস করে উঠেছে—ছোবল না মেরে বসে।

কাত্যা। বেশ বাছা বেশ। চল লো যশোদা। পরের কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই

[উভয়ের প্রস্থান]

মায়া। [অশ্রুভারাক্রান্ত] উঃ আর যে সহ্য করতে পারি না। ভগবান! আর জন্মে কি এমন অপরাধ করেছিলুম—

[মন্দিরের সোপানে এলাইয়া পড়িল, সেই সময় পুনরায় পুরোহিতের প্রবেশ]

পুরো। এখনও যাওনি মা? একি কাঁদছ! দেখ দিকিন পাগলা মেয়ের কাণ্ড! অসুখ কি কারুর কখন করেনা? তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? যাও মা যাও, বাড়ী যাও। মা একলা রয়েছেন।

(নিশীথের প্রবেশ)

এই যে নিশীথ এসেছ! মায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও বাবা। আমি যাই ডুবটা দিয়ে আসি। পূজো হ'য়ে গেলে আমি নিজে গিয়ে পেসাদ দিয়ে আসব। তোমার কোন ভাবনা নেই মা। আমি রোজ তোমার মার নাম করে ঠাকুরের পায়ে তুলসী দিচ্ছি—তুমি চন্নামেত্তর নিয়ে যেও। রাধাবল্লভজী নিশ্চয়ই দয়া করবেন।

[প্রস্থান]

নিশীথ। চল মায়া। ঠাকুরের কাছে কাঁদলে ঠাকুরের দয়া হবে কি না জানি না। তবে রোগীর যে ওষুধ পথ্য খাওয়া হবে না এটা আমি নিশ্চিত বলতে পারি।

মায়া। নিশীথ দা! তুমি আমাদের ছেড়ে আজই চলে যাও।

নিশীথ। [ঈষৎ হাসিয়া] কেন? আপদ মনে হচ্ছে?

মায়া। হ্যাঁ। তোমায় যেতেই হবে। কোন দরকার নেই তোমার আমাদের বাড়ী থাকবার।

নিশীথ। [হাসিতে হাসিতে] কিন্তু আমার যে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

মায়া। কেন?

নিশীথ। কারণ আমার আর কোন আশ্রয় নেই।

মায়া। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে আমরা যে আশ্রয়চ্যুত হতে বসেছি।

নিশীথ। বেশ তো এক সঙ্গে রাস্তায় দাড়ান যাবে। বুঝেছি মায়া। পথে মামী আর কাত্যায়নী ঠাক্‌রুণকে দেখলুম। ব্যাপারটা বুঝতে আমায় দেরী লাগেনি।

মায়া। সকলে মিলে আমায় এ রকম অপমান কর্‌বে কেন? তুমি না এলে তো আমায় এ ভাবে বল্‌তে পারতো না।—

নিশীথ। আমি বল্‌ছি মায়া, আমি না এলেও তারা এই রকম অপমানই করত। কেউ বিপাকে পড়লে মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু না করে থাক্‌তে পারে না। উপকার করবার পুণ্য যদি তাদের না থাকে—অপমান করবার লোভ তারা কিছুতেই ছাড়্‌তে পারে না।

মায়া। তুমি না এলে হয়তো মা'র চিকিৎসা হোত না—হয়তো আমরা না খেয়েই মরতুম্‌, কিন্তু এ রকম লাঞ্ছনা নিশ্চয়ই সহ্য করতে হোত না।

নিশীথ। [গম্ভীর ভাবে] আমি না এলে হয়তো অঘোর হালদারকে এ ভাবে নিরাশ হোতে হোত না। আর হয়তো গ্রামের সকলের একটা বড় গোছের নেমতন্নও জুটতো।

[হা সয়া ফেলিল]

মায়া। আঃ। চুপ কর, তোমার লজ্জা করে না—

নিশীথ। মোটেই নয়, তা হ'লে এই প্রকাশ্য মন্দির প্রাঙ্গনে তোমার পাশে এসে দাড়াতে পারতুম না।

[মায়া লক্ষ করিল নিশীথ তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, সে ত্রস্ত হইয়া সরিয়া দাড়াইল]

পৃথিবীতে একজনের আদেশ আমার কাছে ঈশ্বরের আদেশের চেয়েও বড়—সেই মামাবাবুর অনুমোদন পেয়ে—আশীর্ব্বাদ

পেয়ে--আমি সকলের কটাক্ষ লাঞ্ছনাকে তুচ্ছ করবার বল পেয়েছি।

মায়া। কিন্তু লোকে বল্‌বে একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্যে—এ শুধু আসক্তি—মোহ—

নিশীথ। বল, চুপ করলে কেন? লোকে কি বলবে তা আমিও জানি কিন্তু তুমিও কি তাই বলবে?

মায়া। [কিঞ্চিৎ—বিচলিত হইয়া] না। না! আমি তোমায় জানি। এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি—

নিশীথ। তবে এস মায়া—এই মন্দির দেবতাকে প্রণাম করি—, আমাদের আসক্তিমোহ—তাঁর চরণছোঁয়ায় অমৃতময় হ'য়ে ফুটে উঠুক।

[প্রণাম]

পঞ্চম দৃশ্য

(অশোকের বাটী)

সাবিত্রী। রাখাল দা! এটা ভঁাড়ার ঘরের চাবি, আর এইটা ঠাকুর ঘরের। আর এই রিংটাতে তোমার দাদাবাবুর সব আলমারি আর দেরাজগুলোর চাবি। বড় দেরাজটাতে সব শীতের কাপড় আছে—সেগুলো মাঝে মাঝে রোদে দিও। মাঝারি দেরাজটাতে শাল আর সিল্কের জামাচাদর আছে একটু নজর রেখ যেন না পোকায় কাটে।

রাখাল। [চাবি হাতে] আমি কি গুছিয়ে রাখতে পারব ?

সাবিত্রী। তুমিই পারবে রাখাল দা—আর কেউ কি তোমার মত যত্ন ক'রে সব দিক দেখবে ? রাধুনি বামুনদের আমি অনেক করে বলে গেলুম—তুমিও এক একবার নজর রেখ। তুমি তো জান তোমার দাদাবাবু কি খেতে ভালবাসেন না বাসেন।

রাখাল। [প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল] দিদিমণি! তোমার কি না গেলেই নয় ? মা চলে গেলেন, তুমিও চলে যাচ্ছ—তার অত্যাচারের মাত্রা যে আরও বেড়ে যাবে দিদিমণি।

সাবিত্রী। রাখাল দাদা! আমার কথা ছেড়ে দাও—মা থেকেও তো তার অত্যাচারের মাত্রা এতটুকু কমাতে পারেন নি।

রাখাল। যা ভাল বোঝ কর। আমি বুঝব তোমরা সবাই মিলে আমার দাদাবাবুকে শাস্তি দিচ্ছ—আর সে মাথা পেতে তাই মেনে নিচ্ছে। কিন্তু দিদিমনি! আমার তো মনে হচ্ছে তোমরাও রেহাই পাবে না, যতটুকু শাস্তি তোমরা তাকে দিচ্ছ তার, সবটাই ফিরে তোমাদেরই লাগবে।

সাবিত্রী। [অশ্রু সংবরণ করিয়া] কি আশ্চর্য্য! কি যে তুমি বকছ? একবার মামাবাড়ী যেতে কি কারুর ইচ্ছে করে না?

রাখাল। দিদিমনি! যতই আমার কাছে লুকোও না কেন, তোমার চোখের জল তো লুকুতে পাচ্ছ না। বুড়োর একটা কথা ভেবে দেখ—তিন বছরেরটী এ বাড়ীতে এসেছিলে—তখন এই রাখালই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—আর আজ যদি বুড়ো বয়সে সেই হাত দুটোর সমস্ত জোর দিয়ে তোমার পা দুটো চেপে ধরি—তা ছাড়িয়ে যেতে পারবে?

সাবিত্রী। রাখালদা। মামাবাবুকে খবর দিয়ে আনিয়েছি; এখন আর আমায় বাধা দিও না। যাবার সময় চোখের জল ফেলে আমায় কষ্ট দিও না।

রাখাল। তবে যাও। আর কষ্ট দেব না।

সাবিত্রী। আমি হয়তো শীগ্‌গীরই চলে আসবো। এ ক'টা দিন তুমি একটু দেখ শুন—যেন তোমার দাদাবাবুর কোন রকম কষ্ট না হয়।

[রাখালের প্রস্থান]

[চোখের জল মুছিয়া] আর একটু হলেই আমার সব সঙ্কল্প ভেসে যেত।

[অগ্রসর হইল]

[অন্য দিক দিয়া ব্যস্তভাবে চিরঞ্জীবের প্রবেশ]

চির। হ্যাঁরে সাবি। তোর ব্যাপার কি? তুই কি সত্যিই যাবি মনে করেছিস্ নাকি?

সাবিত্রী। তোমার কি এখনও অন্য কিছু মনে হয় নাকি?

চির। বেশ যা, কিন্তু দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই ফিরে আসবি—সেখানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া।

সাবিত্রী। ফিরে আসবো বলে যাচ্ছি না দাদা।

চির। এঁ্যা তুই বলিস্ কি? তুই বুঝি মনে করেছিস্ সেটা খুব একটা রমণীয় স্থান Eden garden কি Botanical garden এই রকম একটা কিছু—।

সাবিত্রী। কিন্তু সেই খানেইতো আজীবন কাটাতে হোত, যদি না এ বাড়ীতে আশ্রয় পেতে।

চির। তা হয়ত হতো। কিন্ত তাই বলে পাওয়া আশ্রয় ছেড়ে আবার সেইখানে ফিরে যেতে হবে—এ কথার ভেতরে কোন Logic নেই।

সাবিত্রী। দাদা! তুমি মূর্খ নও—লেখাপড়া শিখেছ এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। তোমায় উপদেশ দেওয়া আমায় ভাল দেখায় না, কিন্তু তবুও বলি, বড় লোকের মোসাহেবী ছেড়ে দিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা কর।

চির। আরে সেই চেষ্টাই তো করছি, সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে—এখন শুধু কাজে হাত দেওয়া বাকী। এক বছর বাদে দেখবি খবরের কাগজের পাতায় পাতায়—আমার ছবি—বড় রাস্তা, অলিগলি সব আমার নামে ছেয়ে গেছে—ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সকলের মুখে আমার নাম, আর টাকা? শ' থেকে হাজার, হাজার থেকে লাখ, লাখ থেকে কোটী—এই রকম লাফিয়ে লাফিয়ে আমার আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। তখন দেখবি এই রকম দু'চারটে অশোক চৌধুরীকে আমি কিনতে পারব।

সাবিত্রী। দাদা! তোমায় কিছু বলা বৃথা। শুধু অনুরোধ যে জ্যাঠামশাই আমাদের এক রকম রাস্তা থেকে এখানে এনেছিলেন—তার ঋণ এভাবে শোধ ক'র না। অশোকদাকে মানুষ হ'তে সাহায্য না ক'রে তাকে আরও পাঁকে টেনে নিয়ে যেও না।

চির। You! You! You! You! That defamation, That Sedition; আমি তাকে পাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি?

সাবিত্রী। হ্যাঁ তুমি। অন্ততঃ তুমি যে তাকে অনেকখানি বাঁচাতে পারতে একথা ধ্রুব সত্য। আমার এখান থেকে চলে যাবার অনেকটা কারণ তুমি। তোমার ব্যবহার যে নিয়ত আমায় কতখানি কষ্ট দেয়, তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে শক্তিও তোমার নেই।

চির। সাবি তোর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আসল কারণ লুকিয়ে তুই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস্, কিন্তু এতে আমি অশোককে মোটেই দুষতে পারছি না। সে তো আর ছেলে মানুষটা নয় যে, আত্মীয় স্বজনে যাকে পছন্দ করে দেবে, তাকেই তার বিয়ে করতে হবে। অগাধ তার ঐশ্বর্য্য। সে যদি একটি ইউরোপিয়ান, কি এ্যামেরিকান, কি জাপানী বা সায়ামী মেয়ে বিয়ে করতে চায়, কিংবা একেবারে বিয়ে করতে না চায়, তাতে তাকে একটুও দোষী করা যায় না।

(রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। গাড়ী তৈরী। মামাবাবু ডাকাডাকি করছেন।

সাবিত্রী। যাই রাখালদাদা। দাদা! তোমায় অনেক কিছু বল্লুম। দোষ নিও না। আমায় ক্ষমা কর। [প্রণাম করিল]

চির। আরে না, না। দোষ নেব কি! তোর যে বলার অধিকার রয়ে গেছে। ছোট বোন হ'য়ে জন্মেছিস্—ছেলে বেলায় তোর অনেক আবদার সহ্য করেছি—আর আজ যদি তোর স্নেহের অত্যাচার একটু আধটু সহ্য না করব—তা হলে যে আমার বড় ভাই হয়ে জন্মানোই বৃথা হয়ে যাবে রে। কিন্তু সাবি—

[তাহার হাত দুখানি ধরিয়া সজোরে ঝাকি দিয়া]

ফিরে আসিস্—ফিরে আসিস।

(ব্যস্ত ভাবে পশুপতির প্রবেশ)

পশু। বড্ড এসে পড়েছি, মনে করলুম যাবার সময় বুঝি আর মার সঙ্গে দেখা হ'ল না। চল মা, তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি—কিন্তু মা বেশীদিন থাকা সেখানে হবে না। মাস খানেকের মধ্যে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো।

সাবিত্রী। [জড়িত স্বরে] কাকাবাবু—

[পশুপতিকে প্রণাম করিল]

পশু। এস মা এস, রাজরাণী হও, জয়নারায়ণদার দেওয়া নাম তোমার সার্থক হোক—আর কি বলব—এস। [তাহাকে ধরিয়া লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল] ওরে রাখাল, সব জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে দিয়েছিস তো ?

রাখাল। দিয়েছি। এক; দাঁড়াও দিদিমণি। পায়ের ধুলোটা একবার নি।

[সাবিত্রীকে প্রণাম করিল, উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল]

পশু। আমরা ! বেটা কাঁদে দেখ, বুড়ো হয়ে মরতে চলল তবুও চোখের জল একটুও কমল না। এস মা এস।

[পশুপতি সাবিত্রীকে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল—পিছনে পিছনে রাখাল চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। চিরঞ্জীব স্থির হইয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল, পরে একটী সিগারেট জ্বালাইল—Radioটীর Switch ঘুরাইয়া দিল—গান হইতে লাগিল। চিরঞ্জীব খানিক পায়চারী করিয়া একটী সোফায় গা এলাইয়া দিল—রাখাল এক কাপ চা আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া দিল]

রাখাল। চা এনেছি ছোট দাদাবাবু—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

চির। [হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া] আনলেই খেতে হবে নাকি ? খাব না, নিয়ে যা। [রাখাল চায়ের কাপ উঠাইয়া লইয়া চলিল]

রাখাল। নিয়ে যাচ্ছিস্ যে? খাবনা বল্‌লে আর একবার ভাল ক'রে বল্‌তে নেই বুঝি?

[রাখাল চায়ের কাপ রাখিয়া দিল]

রাখাল। কেন বলব? থাক না সবাই মিলে আইবুড়ো কার্ত্তিক হয়ে, যেমন তুমি আর তেমনি বড়দাদাবাবু। চাকর বাকর দিয়ে এর চেয়ে বেশী আর হবে না—তা বলে দিচ্ছি। আজ বড় দাদাবাবু আসুন, আমি তাকে স্পষ্ট বলে দেব—তাতে আমাকে রাখুন আর না রাখুন, বড় বয়েই গেল।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কি রে কি অত চেচাচ্চিস্ কেন?

চির। রাখাল আর চাকরী করবে না।

অশোক। তাই নাকি রে!

রাখাল। হ্যাঁ তাই।

অশোক। বটে! তবে তো একটা ভালগোছের Farewel party-র আয়োজন করতে হবে। ফুলের মালী চাই। একটা বিদায় সম্ভাষণ সিল্কের কাপড়ে ছাপানো, রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো—আর চাই সোনার Casket, তাতে থাক্‌বে একটা হরি নামের মালা,—আর একটা রূপোর হুঁকো কল্কে, কি বলিস্?

রাখাল। ঠাট্টা তামাসা রাখ বাবু। দেখ না—চা এনে দিলুম—বললে খাব না, নিয়ে যা। নিয়ে যাচ্ছি তাতেও রাগ। বলে আর একবার বলতে নেই বুঝি? তাই তো রাগ হল। বিয়ে করে বৌ ঘরে আনো যে দরদ করবে। চাকর বাকরের কাজ এই রকমই হয়।

অশোক। কে বল্‌লে তুই চাকর? মুখেই না হয় বলিনি মনে মনেতো জানি যে তুমি আমার মামা হও—বছর বছর মা তোকে ভাই ফোঁটা দেয়।

রাখাল। [রাগিয়া] মামা হই। ছাই হই। তা যদি হতুম তা হলে কি আমি সহজে ছাড়তুম, আচ্ছা করে ধরে বেঁধে—

অশোক। কি কষিয়ে দিতে? সেইটারইতো অভাব রয়ে গেছেরে। নইলে মানুষ হতুম।

রাখাল। মারতে যাব কেন? তোমাদের দু'জনের একটী একটী ক'রে বিয়ে দিয়ে দিতুম—তারাই ও ভারটা নিত।

অশোক। এঁ্যা মোটে একটী একটী ক'রে? পেরে উঠত না রাখাল, পেরে উঠত না।

রাখাল। আমিতো আব পেরে উঠ্‌ছি না! তোমরা অন্য ব্যবস্থা দেখ। আমারও বয়েস হয়েছে।

[প্রস্থান]

[অশোক খানিক স্তব্ধ হইয়া বহিল পরে চিরঞ্জীবের নিকট গেল]

অশোক। চিরঞ্জীব! তুইও বোধ হয় খুব রাগ করছিস্‌?

চির। কেন? রাগ করতে যাব কেন?

অশোক। সাবিত্রীকে বিয়ে করলুম না বলে?

চির। Not in the least, মোটেই নয়। জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এই তিনটে জিনিষই মানুষের ইচ্ছের বাইরে। তাতে রাগের কথা কি থাকতে পারে? বরঞ্চ আমি মনে করি বিয়ে একটা অনাবশ্যক, বাহুল্য, অন্ততঃ পুরুষের পক্ষে—আর তার যদি যথেষ্ট টাকা থাকে।

অশোক। থাক্‌ গে। তারপর সাবিত্রী কবে ফিরবে বলে গেল?

চির। কে জানে! বলেতো গেল আর এখানে ফিরবে না।

অশোক। আর ফিরবে না? তার মানে?

চির। পাগলামী, পাগলামী। মনে করেছে সেখানে গিয়ে খুব সুখে থাকবে।

[অশোক পায়চারী কবিতে লাগিল]

অশোক। চিরঞ্জীব! তাকে কিন্তু আন্‌তে হবে যত শীঘ্র হয়।

চির। দু'চা'র দিন গেলেই মামাবাড়ীর থাকার আনন্দটা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পারবে—তারপর নিজেই আসতে পথ পাবে না।

অশোক। না, না, তার নিজের উপর আমি নির্ভর করতে পারব না। তোকেই তাকে আনতে হবে, কোন ওজর চল্‌বে না।

চির। বেশ, বেশ, তাই হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কি! বেরোবে না, না? আচ্ছা আমিই তবে আসি।

[চিরঞ্জীবের প্রস্থান]

অশোক। [উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করিতে করিতে] দোষ কার? আমার? সত্যিই কি তার উপর অবিচার করেছি—

[ধীরে ধীরে পশুপতি প্রবেশ করিল]

কে?

পশু। আমি।

অশোক। কাকা, সাবিত্রীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন, কবে আস্‌বে কিছু বললে?

পশু। সহজে যে আসবে এমনতো মনে হল না. এখান থেকে যাবার সময় আমার মনে হয়েছিল বুঝি সখ করে দু' পাঁচ দিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে কিন্তু ট্রেনে তুলে দিয়ে আমার সে ধারণা উল্টে গেল।

অশোক। আসবে না? তার মানে? নিয়ে এলেও না?

পশু। বোধ হয় না। অন্ততঃ সহজে সে যে আস্‌বে না—এ ঠিক্।

অশোক। আসবে না! আচ্ছা, এখন যান। রাখালকে একবার ডেকে দেবেন।

[পশুপতি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল]

কি? আর কোন দরকার আছে?

পশু। অশোক! এবার আমায় ছুটি দাও।

অশোক। কতদিনের জন্যে ?

পশু। বরাবরের জন্যে। আর পেরে উঠছি না।

অশোক। বেশ। চাবিটা দিয়ে যান।

[পশুপতি চাবি দিল]

পশু। কাগজপত্র, হিসেব টাকা সবই বুঝে নেওয়া দরকার।

অশোক। আমার সময় হবে না, বিপিনকে বুঝিয়ে দেবেন। আর মাইনেটা আপনি বাড়ী বসেই পাবেন। যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে, আমায় একবার জানাবেন।

[পশুপতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

কি কাকা ! চুপ করে দাড়িয়ে আছেন ভাবছেন আমি কি অকৃতজ্ঞ না ? থাকবার জন্য পেড়াপিড়ি করলুম না। একটা শুক্‌নো অনুরোধ পর্য্যন্ত নয়—কি পাষণ্ড আমি, নয় ? কাকা ! যার নিজের মা সন্তানকে ছেড়ে চলে যায়—মুখ দেখবার ভয়ে, তার ভাগ্যে আপনারা চলে যাবেন এ আর বেশী কথা কি ? দেখেছেনতো মা যাবার দিনে আধ ঘণ্টার উপর ট্রেনের জানালা ধরে দাড়িয়ে রইলুম—একটা কথাও মা বল্‌লেন না—প্রণাম করলুম—একটা আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করলেন না, আর আপনারা মাইনে নেন বলে আপনাদের কাছ থেকে এতখানি আশা করব যে ঐ ক'টি টাকার জন্যে এই দুর্ব্বহ ভারটা আপনারা চিরকাল বয়ে বেড়াবেন ? তা হয় না কাকা ! যার যা শাস্তি তাকে তা নিতেই হবে। সাবিত্রী চলে গেল—কি করতে পারলুম, যদি আর নাই আসে, তারও হয়তো কিছুই করতে পারব না, কারুর বিরুদ্ধে আমার আজ আর কোন অভিযোগ নেই।

[পশুপতি অশোকের হাত হইতে পুনরায় চাবী লইল]

পশু। [তাহার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে] পারব না, অশোক। বোধ হয় তোমরা যতক্ষণ না কাঁধে করে এ বাড়ীর বার করছ—ততক্ষণ এ বাড়ী ছাড়তে পারব না—

[প্রস্থান]

অশোক। মা চলে গেলেন—সাবিত্রীও চলে গেল—এরাও সব যাক না ক্ষতি কি ? [মদ্য পান] এক নিমিষের দেখা। আমি যে কিছুতেই তার চিন্তা মন থেকে সরাতে—কিন্তু সত্যিই কি আমি এত দুর্ব্বল হোয়ে গেছি। তাকে পাবার নেশা যেন আমায় পেয়ে বসেছে। তাকে আমাব চাই-ই কিন্তু কেমন করে ? শেষে কি ? না, না, না, তা হয় না—তাতে শুধু তার দেহটাই পাব—না আব ভাবতে পারি না, [মদ্য পান] রাখাল—রাখাল !

(নেপথ্যে রাখাল বিরক্তি ভরে জবাব দিল) কি ?

অশোক। রাখাল ! রাখাল !

(বাখালেব প্রবেপ)

রাখাল। কি ? কি ? কি বলছ ?

অশোক। কখন থেকে ডাকৃছি।

রাখাল। আমি একলা কত দিকে যাব। সবাই মিলে আমায় পাগল ক'রে তুললে। রাধুনি বামুন বলে এ দাও, সে দাও। ঝিগুলোও হয়েছে তেমনি—বলে এ কোথায়, সে কোথায়, ওদিকে পুরুত-ঠাকুর চেঁচাচ্ছে বলে ঠাকুর ঘরের সন্ধ্যাবাতির যোগাড় কই—আমায় সবাই মিলে একদিনেই—পাগল করে দিলে।

অশোক। আমিওতো সেই জন্যই ডাকৃছি। বেরুব—একখানা চাদর বের ক'রে দে।

রাখাল। এই ত্থাখ। আবার এক গণ্ডগোল। এখন কোথায় কি খুজে পাই [চাবির তাড়া বাহির করিয়া] স্থাক দিকিনি চাবি কি ছাই

একটা ! কোন চাবিতে কি খুলবে কে জানে, আর কোথায় যে কি আছে দিদিমণি তো বলে গেল, কিন্তু সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে। কি আপদ ! না দাদাবাবু আমি এ সব পারব না।

অশোক। না পারিস্—তুইও চলে যা।

রাখাল। যাবইতো। যাবইতো। যাব না তো শেষকালে পাগল হয়ে থাকবো ?

অশোক। বেশ সরকার মশাইয়ের কাছে মাইনে বুঝে নে—আর পথ খরচ, কিছু বেশী করে নিস্—

রাখাল। দাদাবাবু ! ও সব পাগলামি রাখ, দিদিমনিকে ফিরিয়ে আন।

অশোক। বেশতো যানা, আমি কি তাকে তাড়িয়েছি ?

রাখাল। তুমিই তো তাড়ালে, যাওনা বললে বুঝি তাড়ান হয় না।

অশোক। বেশ, তুই তাকে নিয়ে আয়—কালই যা।

রাখাল। সে আমি গেলে হবে না। তোমায় যেতে হবে। তুমি একবারটী গেলে তার সাধ্য কি না এসে পারে। আমার কথা রাখ দাদাবাবু। তুমি একবারটী যাও। যাবার সময় তার চোখের জল তো দেখনি। আর সে চোখের জল যে তোমার জন্যে তাকি আমার বুঝতে বাকি থাকে ! গাড়ীতে উঠেও মুখ বা'র ক'রে ক'রে তার চোখ দুটো শুধু—তোমায়ই খুঁজছিলো—সবাইকে ফাঁকি দিলেও আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি।

অশোক। রাখাল—রাখাল !

[নিজেকে সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

রাখাল। মা আমার হয়তো অশোক বনে সীতার মত অঝোর ঝরে কাঁদছে। এত বড় দাগা তাকে দিও না দাদাবাবু। তুমি যাও, তুমি যাবে মনে করেই—সে পথ চেয়ে বসে আছে যাও ! লক্ষীটী যাও।

অশোক। রাখাল চুপ করলি ?

রাখাল। বাড়ী যে অন্ধকার হয়ে গেল। তোমার কি ইলেক্‌ট্রিকের কর্ম্ম এ বাড়ী রোশনাই করে। মা যে আমার একাই বাড়ী খানা আলোয় আলো করে থাকতো, যাও দাদাবাবু—যাও। কথা শোন বুড়োর ভিক্ষে পায়ে ঠেল না।

অশোক। রাখাল। রাখাল! তার আগে তুই আমায় পাগল করলি দেখছি, বেরো' হতভাগা, পাজি কোথাকার।

[পা ছাড়াইয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অশোকেব কক্ষ। একখানি ইজি চেয়াবে সে শুইয়া আছে কোমব পর্য্যন্ত কম্বলে ঢাকা—পাশে একটী ছোট টিপয়ে এক গ্লাস মদ বহিয়াছে। অশোককে দেখিলে বেশ অসুস্থ মনে হয়। বাখাল একটী শিশি হইতে ওষুধ ঢালিতেছিল

অশোক। রাখাল! কি করছিস্।

রাখাল। এই ওষুধটা ঢালছি, দেখতো দাদাবাবু ঠিক ঢালা হয়েছে কি না।

অশোক। হয়েছে, কিন্তু ও ওষুধে আর কি হবে? তার চেয়ে বড় ওষুধ খাচ্ছি যে।

রাখাল। দাদাবাবু! ও সব খাওয়া ছেড়ে দাও। শুনলেতো ডাক্তার কি বলে গেল—এবার অসুখ হলে আর তোমায় বাঁচান কঠিন হবে, ও ছাই আর ছুঁয়োনা।

অশোক। রাখাল আমি জেনে শুনে বিষ খাচ্ছি, তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় আমার কোন দুঃখ হবে না।

রাখাল। কথা রেখে এখন ওষুধটা তো খাও।

অশোক। দে। আজ কারুর কথাই ঠেলব না [ঔষধ পান] রাখাল! আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যাব মনে করেছি—তুই সঙ্গে যাবি?

রাখাল। কেন যাব না? আমি না গেলে তোমার সঙ্গে যাবার আর কে আছে? কোথায় যাবে ভাবছ? পশ্চিমে কোথাও?

অশোক। না, বেশী দূরে কোথাও নয়, চল চন্দনাতে যাই সেইখানে কাছারী বাড়ীতে দুজনে থাকব। কোন গোলমাল থাকবে না কেবল তুই আর আমি—তারপর একদিন যদি ভগবান বন্ধুর কাজই করেন তুই খুব খানিকটা কাঁদবি। তবু জানব আমার জন্যে কাঁদবার লোক অন্ততঃ একজনও আছে।

রাখাল। ছিঃ! কি যে বল, এখনও মা ঠাকরুণ বেঁচে আছেন।

(চিরঞ্জীবের প্রবেশ)

চির। এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

[রাখালের প্রস্থান]

অশোক। ভালই! চিরঞ্জীব, সাবিত্রীকে চিঠি দিয়েছিস্ তাতে লিখেছিস যে আমার অসুখ?

চির। লিখেছি। আর পশুপতি কাকাও তো সব দেখে গেছেন—তিনিও নিশ্চয়ই সব বলবেন।

অশোক। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সে আসবে না। চল, আমরা দুজনে যাই।

চির। পশুপতি কাকা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত দেখা যাক্, তারপরে নিশ্চয়ই যাব। যদি এখানে আসতে সে না চায়, যেখানে থেকে সে সুখী হবে মনে করে—তাকে নিয়ে সেইখানেই থাকব। আমার হৃদয়ের এতটা সে দখল করে বসেছিল, আমি এতদিন বুঝতে পারিনি।

অশোক। চিরঞ্জীব, সাবিত্রী এখানে আসতে না চাওয়ার একমাত্র কারণ বোধ হয় আমি। আমি যে আঘাত তাকে দিয়েছি—তা সে কিছুতেই—ভুলতে পারছে না [মদ্যপান] চিরঞ্জীব! তোর কাছে তো কিছুই গোপন নেই- কি জানি কেন আমি কিছুতেই মায়াকে ভুলতে পারছি না। তাকে পাব না জানি, তবু সে আমার নিদ্রায় স্বপ্ন হয়ে থাকুক্—আমার সমস্ত চিন্তায় সে ছেয়ে থাকুক্—এই আশাই যেন আমাকে উন্মাদ ক'রে রেখেছে।

চির। যদি তাই হয়—তবে এ ভাবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকায় কোন লাভ আছে বলতে পার ?—

অশোক। ভুলে যাচ্ছিস চিরঞ্জীব, যে তাকে যদি আমার পেতে হয়, তা হ'লে আর একটা হৃদয় মুচড়ে ছিঁড়ে, তাকে নিয়ে আস্তে হয়। কিন্তু তার অন্তর্দ্দাহ সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই—

চির। তুমি তোমার এই চিন্তার বিলাস নিয়েই থাক—আমায় ছুটি দাও।

অশোক। চিরঞ্জীব।

চির। বোস, তুমি এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল।

অশোক। না ঠিক আছি, চিরঞ্জীব! আমি সাবিত্রীকে বিয়ে করবো। তার দয়া আছে, সমস্ত ত্রুটি সে ক্ষমা করতে পারবে। সামনে থাকবে সে, তার পেছুনে থাকিস্ তুই—। পথ হাটতে হাঁটতে যদি পরমায়ু ফুরিয়ে আসে, যেন তোদের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারি।

[উত্তেজনায় হঠাৎ ক্লান্তি বোধ হইল ও বসিয়া পড়িল]

চির। অসুস্থ বোধ হচ্ছে ?

অশোক। না কিছু নয়, চিরঞ্জীব। যাবার ব্যবস্থা কর—আজই যাব, রাখালকে সঙ্গে নে, সবাই মিলে তাকে ধরে আনব।

(মৃগেণের প্রবেশ)

মৃগেণ। অশোক! একটা সু-সংবাদ এনেছি হে, কি খাওয়াবে বল—নইলে বলছি না।

অশোক। বাজে খরচ আমি করি না—কারণ আমার সু-সংবাদ আর কিছুই থাকৃতে পারে না।

মৃগেণ। বেশ। আগে বলি তারপর বল সু-সংবাদ কি না, তোমায় বলবার জন্যে ছুটতে ছুটতে আস্‌ছি, আমার এক পিস্‌তুতো

ভাইকে দেখতে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে গিয়েছিলুম—সেখানে গিয়ে দেখি, ঠিক্ তার পাশের বেডে চন্দনার সেই নিশীথ বাবুটী শুয়ে আছেন।

অশোক। এখানে?

মৃগেণ। শোনই না। দেখলুম সমস্ত মাথাটা ভরে ব্যাণ্ডেজ। খোঁজ করে জানলুম কয়েকদিন আগে মোটরের তলায় পড়েছিলেন।

অশোক। [খানিকক্ষণ নীরবে রহিল] তার বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়েছে?

মৃগেণ। কে জানে? অশোক। Now it is your chance.

[চিরঞ্জীব ঘৃণা ব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়া চলিয়া গেল অশোক তাহার দিকে একবার দেখিল]

এইবার ঘটকালী করবার হুকুম দাও, দেখ কাজ ফতে করতে পারি কি না?

অশোক। মৃগেণ! আজ আমি একটু অসুস্থ তুই আর এক সময় আসিস্ ভাই, কথা কওয়া যাবে [মদ্যপান]।

[মৃগেণের প্রস্থান।

[অশোক উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘরে পায়চারী করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে শুধু অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিল]

মায়া—সাবিত্রী—সাবিত্রী—মায়া—না, না—কে?

(ধীরে ধীরে পশুপতির প্রবেশ)

কে কাকা? সাবিত্রী এসেছে?

[চিরঞ্জীব ও রাখাল সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল—পশুপতি নীরব]

চির। এবারও সাবিত্রী এল না?

[পশুপতি তবুও নীরব]

রাখাল। সে ভাল আছে তো ?

পশু। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

অশোক। বিয়ে হয়ে গেছে !

চির। আমায় না জানিয়ে কে তার বিয়ে দিলে ?

অশোক। কোথায় বিয়ে হ'ল ?

পশু। সে সব কোন খবরই পেলুম না। শুনলুম সাবিত্রীকে নিয়ে তার মামা কাশী গিয়েছিলেন, ফেরেন নি। সেইখানেই সাবিত্রীর বিয়ে দিয়েছেন। গ্রামের লোক আর কোন খবরই জানে না। তবে সকলের অনুমান কোন এক বৃদ্ধের সঙ্গে তায় বিয়ে হয়েছে।

অশোক। সাবিত্রী কোন প্রতিবাদ করলে না ? একখানা চিঠি লিখেতো আমাদের জানাতে পারতো ?

চির। তীর্থ-ভ্রমণের ছল করে নিশ্চয়ই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল— তারপব জোর করে তার বিয়ে দিযেছে।

পশু। তাই সম্ভব।

রাখাল। হায়, হায়, হায়, দিদিমণির ভাগ্যে এও ছিল !

চির। কাকা ! আপনি ঠিক্ জানেন মামা কাশীতে গিয়েছেন ?

পশু। গ্রামের সকলেই তো তাই বল্‌লে, ব্যাপারটা এত গোপনে হয়েছে যে কেউ কিছু জানবার অবকাশ পায় নি।

চির। [নিজের হাতে ঘড়ি দেখিয়া] এখনও সময় আছে—আমি এক্ষুনি কাশী যাব, যদি এ খবর সত্য হয় তা হ'লে—

পশু। অত বিচলিত হ'য়োনা চিরঞ্জীব।

চির। কাকা ! আপনি যদি সাবির মৃত্যু সংবাদ এনে দিতেন, আমি এতটুকুও বিচলিত হতুম না, জানতুম এ ভগবানের শাস্তি কিন্তু মামাবাবুকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

অশোক। কিন্তু এমনও হতে পারে যে সাবিত্রী ইচ্ছে করেই এ বিবাহে মত দিয়েছে।

চির। তা যদি হয়, তাকেও আমি ক্ষমা করব না। সে কি জানে না যে তার অভিভাবক পৃথিবীতে যদি কেউ থাকেতো সে আমি, আমি মাতাল, দুশ্চরিত্র হতে পারি, কিন্তু আমি তার সহোদর।

[প্রস্থানোদ্যত]

অশোক। চিরঞ্জীব।

চির। অশোক। আমি আর এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এ আমার জীবন মরণের কথা, সাবিত্রীকে তোমরা সকলেই স্নেহ কর, ভালবাস, তার প্রতি কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটী করনি। তোমাদের সান্ত্বনা আছে, কিন্তু আমি যে আজ কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পাচ্ছি না—সহোদরের কোন কর্ত্তব্যইতো আমি আজও করিনি—আজ যদি সে আমার প্রতি অভিমানেই এ কাজ করে থাকে—তা হ'লে বল আমার কি কৈফিয়ৎ আছে ভাই।

অশোক। চিরঞ্জীব! অভিমান সে তোমার উপর করেনি, অভিমান সে আমার ওপর করেছে।

চির। তা হ'লে অপরাধ তোমার নয়—অপরাধ তার। তোমাদের স্নেহ দয়ার ওপর এতখানি অত্যাচার তার করা উচিৎ হয় নি। অশোক আর কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে আমি পারব না। আমায় এক্ষুনি বেরুতে হবে—হয়ত কোনও প্রতীকার এখনও অসম্ভব নয়, কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়—তা হলে তোমাদের সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা—

[প্রস্থানোদ্যত]

শম্ভু। চিরঞ্জীব! কিন্তু আমার যে একটা কথা বলবার আছে—

চির। যদি শোনবার দিন কখনও আসে কাকাবাবু, তখন শুনব।

[প্রস্থান]

রাখাল। দাদাবাবু করছ কি? ছোট দাদাবাবুকে আটকাও।

অশোক। না রাখাল! কাউকে আর বাধা দেব না, তাকে কিছু বলবার কোন অধিকারই আর আমার নেই। হয়তো এই অভিশপ্ত বাড়ীর বাহিরে গেলে তারা ভালই থাক্‌বে।

[রাখাল চোখে কাপড় দিয়া প্রস্থান করিল]

অশোক। কাকা! আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, যান্ বিশ্রাম করুন গে।

পশু। বিশ্রাম! অশোক! আজ তোমায় একটা কথা না বল্‌লে যে আমি কিছুতেই সুস্থ হ'তে পারব না।

অশোক। আর এক সময় বল্‌বেন কাকা! আজ আমি বড়ই—

পশু। কিন্তু পরে বল্‌লে যে, প্রতীকারের কোন সময় থাক্‌বে না, স্নেহে অন্ধ হয়ে একদিন যা আমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেছি—আজ বুঝেছি তাই আমাকে নরকে টেনে নিয়ে যাবে।

অশোক। খুলে বলুন কাকা। ধাঁধাঁর উপর ধাঁধাঁর সৃষ্টি করবেন না।

পশু। তোমরা শুধু এই মাত্র জান যে, সাবিত্রী ও চিরঞ্জীব তোমার বাবার বাল্য বন্ধু জয়নারায়ণের সন্তান। জয়নারায়ণ যে তোমার বাবার প্রথম জীবনে ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন, আর তাঁর চেষ্টাতেই যে তোমার বাবার উন্নতি—তা তোমরা কেউ জান না। এক মিথ্যা সন্দেহে তোমার বাবা, জয়নারায়ণকে ব্যবসায় থেকে তাড়িয়ে দেন—আর সেই—আঘাতের দারুণ দুঃখ ও দুর্দ্দশার মধ্যে তিনি মারা যান্।

অশোক। তিনি কোনও প্রতিবাদ করেননি?

পশু। না। তোমার বাবাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কিছুদিন পরেই তোমার বাবা তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তখন কোথায় জয়নারায়ন! অনেক খোঁজ ক'রে, শেষে চিরঞ্জীব আর সাবিত্রীকে কুড়িয়ে বুকে ক'রে এই বাড়ীতে এনেছিলেন। মারা

যাবার কিছুদিন আগে তোমার বাবা তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি অর্দ্ধেক চিরঞ্জীবের নামে উইল করে দিয়ে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। সেই উইলের সাক্ষী ছিলুম আমি। আর যে দুজন ছিল তারা কেউ আজ বেঁচে নেই। কিন্তু অশোক তুমি অর্দ্ধেক থেকে বঞ্চিত হচ্ছ দেখে আমি সে উইল ছিঁড়ে ফেলে দিই।

অশোক। কাকা! আপনি সত্য বল্‌ছেন?

পশু। অশোক! বুড়ো বয়সে তোমার কাছে মিছে কথা ব'লে আর পাপ বাড়াব না।

অশোক। [রুক্ষস্বরে] কাকা। উঃ থাক্ আপনাকে কিছু বলা বৃথা। [ঘড়ির দিকে চাহিয়া] আর তাকে ধরা যাবে না। পরের ট্রেণেই বিপিনকে কাশী পাঠান—সে যেন চিরঞ্জীবকে এখানে ধরে নিয়ে আসে। যান্, আর দেরী করবেন না।

[পশুপতি চলিতে লাগিল]

হাঁ, শুনুন, কাকা—চিরঞ্জীবকে আমি হৃদয়ের ভাগ দিয়ে এসেছি বিষয়ের ভাগ দিতে আমার এতটুকু বাধবে না। তবে সাবিত্রী—

পশু। অশোক। তুমি মহৎ। তুমি—

অশোক। মাতাল! উচ্ছৃঙ্খল।

[দরজার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইল—পশুপতি অধোবদনে চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অঘোরের বাড়ীর কক্ষ সাবিত্রী বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছিল।

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। কি গো কাকে চিঠি লিখছ ?

সাবিত্রী। ভয় নেই কোন পুরুষকে নয়।

অঘোর। আরে ছি—ছি, আমি কি তাই মনে করেছি নাকি। আমি কি আর তোমায় চিনি না ?

সাবিত্রী। কি করে চিন্‌লে ?

অঘোর। একদিন ব্যবহার করলেই লোক চেনা যায়। সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমায় বিশ্বাস করতে আমার একটুও ভয় করে না।

সাবিত্রী। বুড়ো বয়সে বউকে অতটা বিশ্বাস করতে নেই। শেষে ঠক্‌তেও তো হ'তে পারে !

অঘোর। কি যে তুমি বল !

সাবিত্রী। বুড়ো বললুম বলে কি রাগ হল ? ছেলে বেলায় শিবপূজা করতুম, আর শিবের মত বরের কামনা করতুম। শিবের মত বর কি আর ছেলে ছোকরা হয় ? কিন্তু একটা কথা আগে থাক্‌তে বলে দিচ্ছি—আমি কিন্তু সিদ্ধি ঘুট্‌তে পারব না।

অঘোর। নতুন বৌ। তোমার কথাগুলি ভারি মিষ্টি।

সাবিত্রী। গলা কিট্‌ কিট্‌ না করলেই বাঁচি।

অঘোর। হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার রসিকতাগুলো কিন্তু বেশ, প্রথমে মনে হয়েছিল বেশী বয়সে বিয়ে করাটা বুঝি ভাল হলনা, কিন্তু এখন দেখছি বিয়ে না করলে আমায় খুবই ঠক্‌তে হতো, বিশেষতঃ তোমার মত স্ত্রী পাওয়া !

সাবিত্রী। অত প্রশংসা করোনা, শেষে কি মাথাটা বিগড়ে যাবে!

অঘোর। আচ্ছা নতুন বৌ, তোমার আর কে কে আছে?

সাবিত্রী। আর কে থাকবে। একটী ভাই আছে। সেও আজ বহুদিন নিরুদ্দেশ, কোথায় আছে বলতে পারিনা।

অঘোর। আহা!

সাবিত্রী। কেন, দুঃখ হচ্ছে?

অঘোর। তা দুঃখ হয় না—দু'একটা শালাশালি থাকলে জমতো ভাল।

সাবিত্রী। কানমলা খাবারও ভয় ছিল। সে বিপদ থেকে তো বেঁচে গেছ। আমি আর যাই করি কান মলতে তো পারব না।

অঘোর। ওঃ—সেটা বুঝি নিষেধ আছে; কিন্তু সবাইকে তো দেখি স্বামী-গুলো যাতে বিপথে না যায় তার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা ন্যাজ মলছে।

সাবিত্রী। আমার তা দরকার হবে না—কারণ আমার স্বামী একপথ ছাড়া আর দুপথে চলবেনা। সে বিশ্বাস আমার আছে।

অঘোর। তা ঠিক্। তা ঠিক্। আচ্ছা নতুন বৌ, তোমার জন্যে আমি হারমোনিয়ম কিনে আনলুম্, কিন্তু তুমি তো একদিনও কৈ গান গাইলে না?

সাবিত্রী। আমি গান গাইব কি?

অঘোর। কেন তোমার মামার কাচে শুনেছি তুমি বেশ ভাল গান গাইতে পার। সেই জন্যই তো আমি কাশী থেকে এই হারমোনিয়ম কিনে আনলুম্।

সাবিত্রী। সেখানে গাইতুম। কিন্তু এখানে গাইলে নিন্দে হবে যে—এখন যে আমি এ গ্রামের বৌ।

অঘোর। নতুন বৌ, অঘোর হালদারকে তুমি জাননা। এ গ্রামে এমন একটা প্রাণী নেই যে, অঘোর হালদার সম্বন্ধে একটী কথা কয়। তুমি গাও কোন ভয় নেই।

সাবিত্রী। কিন্তু কি গাইব—আমি যে গান ভুলে গেছি।

অঘোর। গান বুঝি আবার কেউ ভোলে? আমাকে তোমার গান শোনাবে না তাই বল।

সাবিত্রী। না—না—তাই কেন। আচ্ছা আমি গাইছি—

"গান"

সে শুধু গিয়াছে চ'লে—
কানন পথের ঝরাণো পাতায়
তাহার হৃদয় দলি—
চাঁদ বলে যাই যাই
সে যদিও নাই নাই,
তাহার অনলে করিল প্রদীপ
আমি যে বিরহে জ্বলি।

[গান গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া ফেলিল ও হাসিয়া নয়ন ছাড়িয়া দিয়া বলিল]

আজ থাক, আজ পারছিনা। তোমায় আর একদিন শোনাব। লক্ষ্মীটী রাগ করোনা, আমায় মাপ কর।

নকুড়। [নেপথ্যে] দাদা—দাদা—ও দাদা।

অঘোর। এই যে ভাই! এস এস ভিতরেই এস।

(সাবিত্রীর চিঠি লইয়া প্রস্থান ও নকুড়ের প্রবেশ)

এই তোমার কথাই তোমার বৌদির কাছে বলছিলুম। একি! তুমি চলে গেলে যে? লজ্জা কি? নকুড় আমার ছোট ভাইএর সমান। ভাই বলতে ভাই—বন্ধু বলতে বন্ধু। এস—এস এদিকে এস।

নকুড়। থাক্ থাক্—আর ডাক্‌তে হবে না। ক্রমেই লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। আর আমিই বা ছাড়ব কেন। অন্নপূর্ণার হাতের পেসাদ পেতে হবে। নইলে আমারই গোজন্ম ঘুচবে কিসে?

অঘোর। বোস নকুড় বোস।

নকুড। দাদা! তোমার তো আর গ্রামের খবর রাখবার অবসর নেই—এদিকে ব্যাপার গুরুতর।

অঘোর। কি হে কি?

নকুড়। বৌ ঠাকুরুণ কাছাকাছি কোথাও নেইতো?

অঘোর। না! সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে'

নকুড়। নিশীথ সেই আমাদের কাশী যাবার দিন এখান থেকে যে গেছে আজও দেখা নেই।

অঘোর। সে তো শুনেছি, কিন্তু ব্যাপার কি বলতো। বাছাধনের কি নেশা কেটে গেল?

নকুড়। আমি গোড়াতে তাই মনে করেছিলুম; কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতাল থেকে হারাধনদার স্ত্রীর নামে কাল একখানা চিঠি এসেছিল—পিওনটার সঙ্গে আমার হাটে দেখা,—সেই চিঠিখানা আমার হাতে দিলে পৌঁছে দেবার জন্য। খুলে দেখি তাতে লেখা আছে নিশীথ কলকেতায় মটর চাপা প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়—অবস্থা খুব খারাপ।

অঘোর। বটে তবে তো খুব বেশী, রকমই চোট লেগেছে।

নকুড়। বেশী বলে বেশী একেবারে ঘাল। আমি চিঠিখানা পেয়ে তাদের আর দিই নি, বরঞ্চ কথায় কথায় বলে এলুম যে, নিশীথের জ্যাঠা ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। খুব সুন্দরী মেয়ে। তাতে আবার শশুর খুব বড় লোক, এই একটী মাত্র মেয়ে—নিশীথই সব পাবে।

অঘোর। কিন্তু পনের বিশ দিন বাদে যখন ফিরে আস্‌বে, তখন তো সবই ফাঁক হয়ে যাবে।

নকুড়। আরে না আসা পর্য্যন্ত বুক ধড়ফড় করে মরুক।

অঘোর। যাক্‌গে। চল একবার বেরুণ যাক ; কদ্দিন বাড়ীর বার হতে পারিনি।

নকুড়। তবু ভাল দাদা। বাড়ী ছাড়া "বার" বলেও যে একটা জিনিস আছে তা একেবারে ভুলে যাও নি।

[প্রস্থান]

(অন্তঃপুরের দিক দিয়ে সাবিত্রী ও মায়ার প্রবেশ]

সাবিত্রী। লোক না পাঠালে বুঝি আস্‌তে নেই ?

মায়া। কি করে আসি ভাই, মাকে ছেড়ে একদণ্ডও কোথাও থাকৃতে ইচ্ছে হয় না। বুঝতে তো পারছি তাঁকে আর ধরে রাখতে পারব না।

সাবিত্রী। আমায় মাপ কর ভাই। না জেনে তোমার মনে কষ্ট দিলুম।

মায়া। তুমি কষ্ট দিলে কৈ ? বিপদের জন্যে আগে থাক্‌তে তৈরী হওয়াই ভাল। সে যদি আচম্‌কা আসে বড কষ্ট দেয়। একদিন এমনি হয়েছিল বাবার যাবার সময়, আর আজ—

সাবিত্রী। আর সে সব কথা তুলনা ভাই ; আমিও ভুক্তভোগী—। অনেক কষ্টে সে সব ভুলেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে লোকের মুখে শুনে তোমার উপর খুব হিংসে হয়েছিল।

মায়া। আমার উপর হিংসে !

সাবিত্রী। বারে, হিংসে হয় না ! তুমি যে আমার সতীন ! আজ থেকে ভাই তোকে সতীন বলে ডাকবো। কেমন ? তোকে বিয়ে করতে না পেয়েই তো আমায় বিয়ে করেছেন। যাই বলিস ভাই তোর মতন ভাগ্যি কিন্তু সবায়ের হয় না। তোকে পাবার জন্যে সবাই মাথা ঠোকাঠুকি করছে, আর আমি

নিজেকে দেবার জন্য মাথা খুড়েছি। ভাগ্যিস বুড়োটি ছিল তাই এ যাত্রা তরে গেলুম।

মায়া। আচ্ছা ভাই, একটা কথা সত্যি বলবি ?

সাবিত্রী। কেন বলবো না ? বুড়োকে মনে ধরেছে কিনা—এইতো জিজ্ঞাসা করবি ? সত্যি বলছি ভাই আমার তো মনে হয় বুড়ো বর ছোকরা বরের চেয়ে ঢের ভাল। বেশ শান্ত, শিষ্ট, কথায় কথায় রাগ করে না, একটু খোসামদ করেই চলে। মাথা ধরলে মাথা টিপে দেয়। বিয়ে করে মাথা কিনে নিয়েছি মনে করে না।

মায়া। থাম আর তোকে ফিরিস্তি দিতে হবে না !

সাবিত্রী। আচ্ছা এখন তোর কি খবর বল দিকিনি, অশোক বাবু আর নিশীথ বাবুর মধ্যে কার গলায় মালা দিয়েছিস্।

মায়া। তুই যে কি বলিস্।

সাবিত্রী। আমি কি তোর কাছে মিথ্যে বল্‌ছি ? আমি তোকে বলেছি, অশোকবাবু তোর জন্য পাগল। তার বাড়ীর পাশেই আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী। সেখানে আমি অনেকদিন ছিলুম, সব খবরই জানি। সত্যি বলতো ভাই অশোকবাবুকে বিয়ে করতে তোর ইচ্ছা করে কিনা ?

মায়া। দূর—

সাবিত্রী। কেন ? অশোকবাবু মাতাল দুশ্চরিত্র বলে ? কিন্তু আমি বলছি তোকে যদি সে পায় তা হলে সে দেবতা হয়ে যেতে পারে। অনেক গুণ তার ভেতরে আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। সঙ্গ দোষে খারাপ হয়েছে বই তো নয়। ধুলো কাদায় কি খাঁটি সোনা নষ্ট করতে পারে ? শুধু একজন লোকের অভাব—যে তার স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে ধুলোকাদা সব মুছিয়ে দিতে পারে।

মায়া। দূর ওকথা মুখেও আনতে নাই। তুই তো সব জানিস ভাই।

সাবিত্রী। [একটু থামিয়া] থাক্‌গে, নিশীথ বাবুর কোন চিঠি পেলি ?

মায়া। না ভাই কোন চিঠি আসেনি, কাল থেকে কত রকম শুনছি।

সাবিত্রী। কি শুনছিস্ খারাপ কিছু কি ?

মায়া। সবাই বল্‌ছে তাঁর জ্যাঠামশাই নাকি ধরে বেঁধে তাঁকে এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। হ্যা ভাই, তোর কি মনে হয় এ কখনও সম্ভব ?

সাবিত্রী। কি যে সম্ভব, আর কি যে অসম্ভব পুরুষের পক্ষে, তা আজও বলে উঠতে পারলুম না। তারা মেয়েদের খেলার পুতুল মনে করে। যখন খেয়াল উঠে, কত রকমে সাজায়, আদর করে, যত্ন করে, ভালবাসা দেখায়। তারপর খেয়াল মিটে গেলে একবার মনেও করে না।

মায়া। তাকে তুই জানিসনা ভাই, তাই একথা বলছিস্।

সাবিত্রী। মিথ্যেই যেন হয় ; ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করছি।

মায়া। ভাই আমি যে কি অবস্থায় আছি তা শুধু ভগবানই জানেন। যদি কাউকে কোনদিন ভালবাসতিস তাহ'লে বুঝতে পারতিস একি যন্ত্রনা।

সাবিত্রী। তাহলে বেঁচে গেছি বল। সত্যি ভাই, তোর কথা শুনে এখন যেন আমার বুড়োটিকেও ভালবাস্‌তে ভয় করছে। একটু সাবধানে থাকতে হবে, শেষে না হঠাৎ ভালবেসে ফেলি।

মায়া। দূর পোড়ারমুখি, কি যে বলিস ! আমি উঠি ভাই, কাল আবার আসব।

[প্রস্থান]

সাবিত্রী। মায়া ! মায়া ! তোর তবু এখনও আশা আছে কিন্তু আমি যে সব চুকিয়ে বসে আছি ; যদি কোনদিন সে তার ভূল বুঝতে

পায়ে, যদি সে কোনদিন আমার দোরে আসে, দেখবে দোর বন্ধ, শুনবে ভেতরে তারই আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। দরজা কোনদিন খুলবেনা, ভেতরে সে কোনদিনই আসতে পারবেনা। কিন্তু ভোলা কি যায়! ভুল কি আমি একাই করেছি? অশোকদা কি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না? না না আমি কি ভাবছি! অশোকদার সুখেই আমার সুখ। অশোকদা তুমি সুখী হও—আমার এই ভাল—এই ভাল—

তৃতীয় দৃশ্য

[মায়ার বাড়ী, সরস্বতী বসিয়া আছে, বাউলের গীতান্তে মায়া একটী থালায় সিধা লইয়া আসিল]

গান

বাউল। কৃষ্ণকুমারী—কৃষ্ণকুমারী—

আনন্দ ঘনশ্যাম শ্যাম গিরিধারী।

গোপী জন বল্লভ শ্রীরাম পল্লভ—

ভজ রাধা মাধব মন-বন-চারী।

ভজ বৃন্দাবন প্রাণ নন্দ দুলাল

জপ রাধাজীবন ধন কৃষ্ণ গোপাল,—

প্রেম অমৃত হরি সুন্দর মরি মরি—

আদি অনাদি নাথ ভব ভয় হারি।

স্বর। বাঃ প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। যে কয়দিন আছি একবার করে এসো মা।

বাউল। আসব বৈকি মা।

[সিধা লইয়া প্রস্থান]

স্বর। মায়া আমায় ধর, একবার ঠাকুর ঘরে যাব। [উঠিতে উঠিতে] সাবি কোথায় গেল ?

মায়া। তোমার জন্য বেদনার রস তৈরী কচ্ছে।

(উভয়েব ভেতরে গমন—মায়া' ও সাবিত্রীব প্রবেশ)

সাবিত্রী। এইখানে একটু বস মায়া, মাসীমা ঠাকুরঘর থেকে না বেরোনো পর্য্যন্ত একটু গল্প করি।

মায়া। তুই কি বলবি আমি জানি। কিন্তু সাবিত্রী, মার মতন তুইও কি ঐ কথা বলবি ? তুইও আমার দিকটা দেখবি না ?

সাবিত্রী। ভাই এ ছাডা এখন, আর কোন উপায় আছে বলতে পারিস্ ?

মায়া। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে কোন কাজের ভিড়ে আস্‌তে পারে নি, বা কোন অসুখ বিসুখ করেছে।

সাবিত্রী। তা হলে কাউকে না কাউকে দিয়ে সে নিশ্চয়ই একটা খবর দিত। এখানে খবর না দিক, তার মামাকেও একখানা চিঠি লিখত।

মায়া। সবই সত্যি। কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মান্‌ছে না। আমার ভয় হচ্ছে অশোকবাবুকে বিয়ে ক'রে নিজে সুখী হবই না—তাকেও সুখী করতে পারব না। মার অবর্ত্তমানে এ বাড়ীতে থাকা যে আমার নিরাপদ নয়, তা বুঝি—কিন্তু এই বাড়ীই আমার তীর্থ।

স্বর। [নেপথ্যে] মায়া ! মায়া !

মায়া। যাই মা।

[মায়া ও সাবিত্রী উভয়ে ভিতর হইতে অতি সন্তর্পনে স্বরস্বতীকে ধরিয়া আনিল]

মায়া। আর এখানে বস না মা। একেবারে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চল—বেলা শেষ হয়ে এল।

স্বর। আর একটু বসি সন্ধ্যে হবার আগেই ঘরে যাব।

[স্বরস্বতী পা্ক বিছানার উপর বসিল]

মায়া! আমি ম'রে গেলে আমার ঠাকুরকে মন্দিরে দিয়ে আসিস। আর আমি মরবার সময় একবারটী আমায় দেখাস্। যদি তখন আমার জ্ঞান না থাকে, তা হ'লে তাঁর পায়ের ফুল আমার মাথায় রাখিস। আজ সব ভাবনা তার পায়ে নিবেদন করে দিয়েছি মায়া, মা, শেষ সময়টা আমায় নিশ্চিন্তে মরতে দিবি না?

[মায়া কোন কথা বলল না কাঁদতে লাগিল]

বল মায়া বল।

মায়া। মা।

[স্বরস্বতীকে জড়াইয়া ধরিল]

স্বর। আমি বলছি মা তুই সুখী হবি। আমার শেষ কথাটা এ ভাবে ঠেলিস না মা।

মায়া। তাই হবে মা। একদিনও তোমাদের সুখী করতে পারিনি—তোমাকে সুখী করতে আর নিজের কথা ভাবব না। যাকে বলবে তাকেই আমি বিয়ে করব।

স্বর। আঃ! বাচালি মা! তোকে আমি প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করছি।

[মায়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল—করজোড়ে প্রণাম করিল

ঠাকুর তোমার দয়া অসীম—তোমায় কোটী কোটী নমস্কার।

সাবিত্রী। আজ তবে উঠি মাসিমা।

স্বর। এখনি যাবি?

সাবিত্রী। সন্ধ্যে হয়ে এলো মাসীমা, আবার কাল আস্‌বো।

স্বর। এস মা, কাল সকালে একবার খবর নিও।

সাবিত্রী। ঐ কে আসছে না রাখালদা? আমি খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

[প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত দিক দিয়া রাখাল প্রবেশ করিল ও তাহার যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া রহিল]

স্বর। এস বাবা এস। এক দৃষ্টে কি দেখছো?

রাখাল। ঐ মেয়েটী কে গেল মা?

স্বর। ওটি আমাদের গ্রামের একটী বৌ। ভারি ভাল মেয়ে।

রাখাল। ওঃ।

[দীর্ঘনিশ্বাস]

স্বর। কি ভাবছ?

রাখাল। না কিছু না। ভাবছি মা একজনের সঙ্গে আর একজনের গড়ন এমন কি চলার ভঙ্গিও এমন অদ্ভুত ভাবে মেলে? এখন কেমন আছ মা?

স্বর। এখন আর থাকা থাকির কি আছে? তৈরী হয়েই তো বসে আছি।

রাখাল। দাদাবাবু বলছিলেন, আপনি যদি কলকেতায় যেতে রাজী হন—তাহলে সেখানে নিয়ে গিয়ে ভাল কবরেজ কাউকে দেখান যেত।

স্বর। তার আর দরকার হবে না। মরবার সময় স্বামীর ভিটে ছেড়ে—আমার গৃহদেবতা ছেড়ে কোথায় যাব? ওকে আমায় আশির্ব্বাদ জানিয়ে বলো তার কাছে আমার আর চাইবার কিছু নেই—সে যেন শুধু আমার অবর্ত্তমানে মায়ার ভার নেয়। আমি থেকে যে চার হাত এক করে দিয়ে যেতে পারবো, সে ভরসা আমার নেই। তুমি তাকে একবার আমার কাছে আসতে বলো—তার হাতে আমি মায়াকে তুলে দিতে চাই।

রাখাল। আস্‌বেন বৈকি—কাল নিশ্চয়ই আস্‌বেন।

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। মা সন্ধ্যে হলো—আর বাইরে বসে থেকো না। এইবার ভেতরে চল।

স্বর। এই যাই—

রাখাল। আমিও আজ আসি মা—কাল সকালে দাদাবাবুকে পাঠিয়ে দেব।

স্বর। এস বাবা।

[রাখালের প্রস্থান]

মায়া! সবই তো বুঝতে পারছিস্, দেখিস্ মা ভগবানের এই অযাচিত দানের যেন কোনদিন অমর্য্যাদা করিস নি; এর চেয়ে বেশী আর তোকে কিছু বলবার নেই।

মায়া। চল মা ভেতরে চল।

স্বর। চল।

[মায়া স্বরস্বতীকে ভেতরে দিয়া আসিল, পরে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল]

মায়া। নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি সাক্ষী, আমার কোন অপরাধ নেই। প্রভু! সে যেন আমায় ভুলে গিয়ে থাকে, সে যেন সত্যিই বিয়ে করে থাকে। সে যেন সুখী হয়।

[তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল আর কথা বলিতে পারিল না]

চতুর্থ দৃশ্য

[অশোকের কাছারী বাড়ীর উদ্যান একটী ইজিচেয়ারে অশোক অর্দ্ধশায়িত ; সম্মুখে নকুড় দণ্ডায়মান]

অশোক। দ্যাখ নকুড়, শুনলুম পলাশডাঙ্গায় চাষাদের ভেতরে কলেরায় দু'চার জন করে রোজই মরছে। ম্যানেজার বাবুকে লিখে দু'জন ডাক্তার আনিয়ে নাও, আর অন্য অন্য ব্যবস্থা সব করে ফেল।

নকুড়। যে আজ্ঞে!

অশোক। দরকার হলে একটা হাঁসপাতাল খুলতে হবে, এতদিন প্রজাদের পাওনা জমীদারের কাজে লেগেছে, এখন থেকে জমীদারের পাওনা প্রজাদের কাজে লাগাবে বুঝেছ?

নকুড়। অতি সাধু প্রস্তাব। এ আপনার মত সদাশয় ব্যক্তিরই উপযুক্ত কথা। গরীবের প্রতি আপনার অসীম দয়া। অতি মহৎ আপনি।

অশোক। হাঁ প্রস্তাবটা সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি নিজে মহৎ তো নই, সদাশয়ও নই। তুমি আমায় যা বললে তা আমার কথা নয়, তাই রক্ষে, কিন্তু সত্যি যদি কেউ আমায় তাই ভাবে, তার চেয়ে বড় পরিহাস আমি আর কিছু ভাবতে পারি না।

নকুড়। আজ্ঞে এ আপনি কি বল্‌ছেন?

অশোক। থাক্ সেকথা। এখন আমার কথাগুলো যাতে কাজে পরিণত হয় সেই চেষ্টা করগে।

নকুড়। যে আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি।

[নকুড়ের প্রস্থান]

অশোক। আচ্ছা যাও। (মদ্যপান)

চিরঞ্জীব তো কই এখনও এল না! আসবে কি? হয় তো সে আস্‌বে, আস্‌বে সে আমার অংশীদার হয়ে; বন্ধু হয়ে নয়। সাবিত্রী আস্‌বে চিরঞ্জীবের ভগ্নিরূপে আমার—

(মৃগেনের প্রবেশ)

এই যে মৃগেন। আয়। আয়। আমি তোর জন্য eagerly wait করছিলুম! তারপর খবর কি?

মৃগেন। খবর মোটামুটি ভাল। দশদিনের ভাড়া জমা দিয়ে কেবিনে transfer করিয়েছি, একজন নার্স appoint করিয়েছি; মোট কথা এটি কিছুই করিনি।

অশোক। অবস্থা কেমন বল?

মৃগেন। অনেকটা ভাল। এ যাত্রা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথবাবু বেঁচে গেলেন তবে বোধ হয় অন্ধ হয়ে বেচে থাকৃতে হবে।

অশো। ডাক্তাররা কি তাই বলেছে?

মৃগেন। হ্যাঁ. সকলেরই তাই মত। তবে ক্রমে দৃষ্টিশক্তি একটু আধটু ফিরে পেতে পারে। আশা কিন্তু খুবই কম। Brainএ ও সামান্য গণ্ডগোল হয়েছে, সেটা শীগ্‌গীরই সেরে যাবে আশা করা যায়।

অশোক। এখন জ্ঞান বেশ ফিরে এসেছে?

মৃগেন। হ্যাঁ; কাল থেকে জ্ঞান হয়েছে। তারপর এদিকে তোমার খবর কি?

[অশোক চুপ করিয়া রহিল।

ষ্টেশনে নেমেই শুনলুম লোকে বলাবলি করছে, হারাধন ভট্টাচার্য্যির মেয়ের সঙ্গে জমীদারের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

অশোক। হ্যাঁ আমি নিজে না করলেও আমার তরফ থেকে আমার অজ্ঞাতে এমন ভাবে কথাটা উঠেছে যে, এখন তা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃগেন। অস্বীকার করবার দরকারও হবে না। কারণ একে পাবার জন্যে এতদিন তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

অশোক। তা ঠিক। এখনও তাকে পাবার জন্যে যে আমার ব্যাকুলতা নেই, তাও নয়, কিন্তু অবস্থা এখনি এমন দাঁড়িয়েছে যে, পাবার আনন্দের চেয়ে ভয়টা বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃগেন। তার মানে ?

অশোক। সকলেই জানে নিশীথ এদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মায়ার মা সরল বিশ্বাসে আমার কাছে তাই বলে দুঃখ করলেন। মায়াও বুঝতে পারছি মানুষের প্রতি দারুণ ঘৃণায় হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করেছে। নইলে সে আমাকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজি হত না। কিন্তু আমি সব জেনেও সত্যকে গোপন করে এসেছি। কতবার ভেবেছি সব খুলে বলি—বলবার জন্যে কতবার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু পারিনি। কিছুতেই পারিনি। লোভ মানুষকে এত নীচ করে ফেলে।

মৃগেন। কিন্তু এখন এসব চিন্তায় কোন লাভ আছে বলতে পার ?

অশো। লাভ হয় তো নেই। কিন্তু ভালবাসার এমন দু'টি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে মন থেকে মুছে ফেলতেও পারছিনা।

মৃগেন। তবে কি মায়াকে বিয়ে করবেনা ঠিক করলে ?

অশোক। না তাও কিছু ঠিক্ করিনি। বিয়ে আমার করতেই হবে। তাকে পাবার সম্ভাবনা এমন অভাবনীয় ভাবে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যে, সে লোভ ত্যাগ করবার মতন ক্ষমতা আমার

নেই। কিন্তু সাবিত্রীর নীরব আত্মত্যাগ আর নিশীথের চোখের জল—

(রাখাল এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল)

মৃগেন। তুই কাপড় ছেড়ে ফেল্‌গে। একটু বিশ্রাম ক'রে নে তারপর একসঙ্গে বেড়াতে বেরুব।

[মৃগেনের প্রস্থান]

অশোক। রাখাল এ আমায় কি বিপদে ফেললি বল দিকিনি।

রাখাল। আমি আবার তোমায় কি বিপদে ফেললুম ?

অশোক। কালকে হারাধন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীর কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে ?

রাখাল। সে আমি কি করবো ? আমায় ডাক্‌তে বল্‌লে আর আমি ডাকবো না ? আর তাতে খারাপইবা কি হয়েছে ; বিয়েটা এক রকম পাকা হয়ে গেল।

অশোক। আচ্ছা রাখাল মায়াকে কি রকম দেখলি ?

রাখাল। চমৎকার বাবু। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। আশ্চর্য্য ! বনবাদাড়ের দেশে এমন মেয়েও থাকে ?

অশোক। তোর দিদিমণির চেয়েও ভাল ?

রাখাল। ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'র না বাবু, আমি বলতে পারব না।

অশোক। দোষ কি ? শুনিই না তোর কি মত ? আমার তো মনে হয় তোর দিদিমণির চেয়েও এ ঢের বেশী সুন্দরী।

[রাখাল বিরক্তভাবে অশোকের দিকে চাহিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল]

আরে যাচ্ছিস কোথায় ? শোন না।

রাখাল। কি আবার শুন্‌বো ?

অশোক। তোর কি মনে হয় বল্‌না ?

রাখাল। আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমার ভাল মনে হলেই ভাল।

অশোক। তোরও তো একটা মত আছে ? আমার চোখে তো তাই মনে হ'ল।

রাখাল। তোমার চোখ বলেকি ছাই কিছু আছে। আমার দিদিমণির সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না, কি বলব দাদাবাবু। আমাদের ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। তুমি অন্ধ [যাইতে যাইতে] ভুল করেছ দাদাবাবু তুমি একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছ।

[প্রস্থান]

অশোক। [কিয়ৎক্ষণ পরে] সত্যি রাখাল। হয়ত ভুলই করেছি, সাবিত্রীকে যদি বিয়ে করতুম তাহ'লে আর যাই হোক্, ওলট পালট হত না—সকলের অভিশাপ আমায় কুড়ুতে হত না। সাবিত্রী যদি এভাবে আমার কাছে আরও উন্মুক্ত হয়ে ধরা দিত তাহলে বোধ হয়—

(নকুড় দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া প্রবেশ করিল)

নকুড়। ভট্টাচার্য্য মশায়ের স্ত্রীর অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা তাড়াতাড়ি খবর দিতে বললেন।

অশোক। চল যাচ্ছি—

[বাহির হইয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

[চন্দনার বাধা বল্লভজীউ'র মন্দির]

"গান"

প্রণাম তোমায় মা শীতলা
প্রণাম তোমার পায়—
তোমার অভিশাপে মোদের—
বিশ্ব জ্বলে যায়।
জানি মা তোর মরণক্ষুধা
হরণ করে জীবন সুধা—
গড়লি যারে ভাঙ্গি তারে
এ কোন খেলা হায়—
প্রণাম তোমায় মা শীতলা—
প্রণাম তোমার পায়॥
দুখ মাগো দিও না আর—
কঠিন হওয়া সাজে কি মার
মায়ের ছেলে আমরা যদি
মা ছেলেকে ভুলতে কি চায়

[যশোদা ও কাত্যায়ণী দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন]

যশোদা। কিলো ভট্টাচার্য্যি পাড়ায় কোথায় গিয়েছিলি?

কাত্যা। কোথায় আর যাবো! মায়া যে আজ অশোকবাবুর সঙ্গে কলকেতায় চললো। তাই একবার দেখা করে এলুম। কে জানে ভাই—ছুড়িটা সব মনে করে রেখেছে কিনা। ঐ জন্যেই আমি পরের কথায় বড় একটা থাকতে চাই না।

যশোদা। তোর ভয়টা কিসের! সে তো একেবারে বিদেয় হচ্ছে!

কাত্যা। আহা! তোর যেমন বুদ্ধি—অনিষ্ট করবার ইচ্ছে হলে ঐখান থেকে বুঝি আর করতে পারে না। যত নষ্টের গোড়া ঐ অঘোর হালদার। কর্ত্তা আমাদের অঘোর হালদার বলতে অজ্ঞান। কত বলেছিলুম, পরের কথায় থেক না। কিছুতে কি শুনলে, সবাই মিলে এক ঘরে করা হ'ল, এখন কে ঠেকায় বলতো? এই জন্যেই মুনিঋষিরা বলে গেছে যে পরনিন্দা মহাপাপ। এই নাক কান্ মল্‌ছি—রাধাবল্লভজীউর সামনে [তথাকরণ] তুই এখন কোথায় যাবি?

যশোদা। কোথায় আর যাবো? ওঁর খোঁজে মন্দিরে এসেছিলুম; কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে, এ আমার হিতে বিপরীত হ'ল! নিশীথকে তাড়িয়ে, যেন সব ওলট পালট হ'য়ে গেল।

কাত্যা। যা বলেছিস! নিশীথের সঙ্গে যদি মায়ার বিয়ে হ'ত তা হলে আর এত সব গণ্ডগোল পাকাতো না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। ঘুটে কুড়ুনীর বেটী।—না বাবা, আর পরের কথায় থাক্‌বো না।

[নাক কাণ মলিল]

যশোদা। হালদারমশাই এদিকে আসছে যে রে?

কাত্যা। তাই তো, ঐ হচ্ছে পাপের গোদা! তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখনও বজ্জাতি গেল না। চল্ যাওয়া যাক্, ওর ছায়া মাড়ালে পাপ হয়, আমরা গরীব মানুষ, নিজেদের জ্বালাতেই অস্থির, আর পরের কথায় থাক্‌বার আমাদের সময়ও নেই—প্রবৃত্তিও নেই।

[উভয়ের প্রস্থান]

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। [প্রণামান্তর নামিয়া আসিল] ওহে নকুড়! ও নকুড়! শোনই না।

(নকুড়ের প্রবেশ)

হন্ হন্ ক'রে কোথায় চলেছে ?

নকুড়। আর দাদা। তাঁতির ছেলে, জাত ব্যবসা ছেড়ে চাকরীতে ঢুকে ছিলুম, তার ফল যাবে কোথায়? এখন তাঁতির মাকুতে দাঁড়িয়েছি।

অঘোর। কি রকম ?

নকুড়। কাছারী বাড়ী—আর হারাধনদার বাড়ী, সমস্ত দিন ধরে এই করছি।

অঘোর। আজ বাবু তা হ'লে চল্লেন ?

নকুড়। হ্যাঁ, তা চল্লেন।

অঘোর। মায়াকে সত্যিই বিয়ে করবে ?

নকুড়। হ্যাঁ। বিয়ে করবে না ছাই করবে। এখন ঐ বলে তো বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে—তারপর বুঝতে পাচ্ছ দাদা—চলি দাদা বড় তাড়াতাড়ি।

অঘোর। গাড়ী তৈরী নাকি ?

নকুড়। বাবু তো আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। ম্যানেজার বাবু মায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। ভট্টাচার্য্যি মশায়ের বিগ্রহ এই মন্দিরে রেখে যাবে। মাসে পঁচিশ টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে। পুরুত-মশাই পাবেন।

অঘোর। যাক তবু ভাল, ব্রাহ্মণের তবু খানিকটা উপকার হবে।

নকুড়। হ্যাঁ! তবে শেষ পর্য্যন্ত বরাদ্দ টিকলে হয়। মাতালের মর্জ্জি কিছুই বলা যায় না, চলি দাদা গাড়ীখানা হারাধন তর্কালঙ্কারের বাড়ী নিয়ে আসতে হবে।

অঘোর। চল আমিও যাই। চারিদিকে যে রকম ওলাউঠো হচ্ছে, বাইরে কোথাও বেশীক্ষণ থাকা উচিৎ নয়। ঘরে গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকি গিয়ে। [প্রস্থান]

[পুরোহিত ও মায়ার প্রবেশ—পশ্চাতে সাবিত্রী। পুরোহিতের হাতে একটী বিগ্রহ, মায়া প্রথমে মন্দিরস্থ বিগ্রহকে প্রণাম করিল, তারপর পুরোহিতকে প্রণাম করিল]

পুরো। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা। বিগ্রহের সেবায় কোন ত্রুটী হবে না; তর্কালঙ্কার মশায়ের মত পুণ্যবান লোক এ তল্লাটে ছিল না বললেই হয়। তুমি তার উপযুক্ত কন্যা, আজ তাঁরি পুণ্যবলে তুমি এতগুলো দরিদ্র প্রজার জননী হ'তে চলে'ছ। দেখ মা, তোমার কাছে যেন তারা জননীয় স্নেহ যত্নই পায়। একটু অপেক্ষা কর মা আমি এখুনি আসছি—

[প্রস্থান]

মায়া। [একটু পরে] সাবিত্রী! আজ এই আশীর্ব্বাদ আমার শুধু ঠাট্টা মনে হচ্ছে। আমি প্রজাদের জননী হতে কোন দিনই চাই নি; তাদের একজন হয়ে থাকতেই চেয়ে'ছলাম। তোরা' সকলে মিলে—

[নকুড়ের প্রবেশ]

নকুড়। গাড়ী এই খানেই নিয়ে আসবো?

মায়া। না চলুন, আমি বাড়ীই যাচ্ছি। আপনি এগোন—

নকুড়। তা হ'লে আর দেরী করোনা, ম্যানেজার বাবু গাড়ীতেই অপেক্ষা করছেন।

[নকুড়ের প্রস্থান]

মায়া। সাবিত্রী! মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে যাস—আর কাউকে দিয়ে উঠুনের তুলসী তলায় রোজ সন্ধ্যেটা দিস। আর—

সাবিত্রী। আর কি বল।

মায়া। আর যদি কোন দিন আসে—

সাবিত্রী। সে তোর ভয় নেই, সে কোন দিন আর এখানে আসবে না।

মায়া। আমার মন কিন্তু তা বল্‌ছে না। হয়তো সে বিয়ে করেছে, কিন্তু একদিন না একদিন সে এখানে আসবেই, যে অবস্থাতেই আসুক, সে যেন আমার সম্বন্ধে ভুল কথা না শুনে যায়।

সাবিত্রী। আচ্ছা সে ভাব আমিই নিলুম ; তুই যা আর দেরী করিস্ নে।

মায়া। তুইও চল।

সাবিত্রী। আমি কোথায় যাব ? ওখানে অশোকবাবুর ম্যানেজার, আরও কে কে সব রয়েছে, আমি সেখানে কি করে যাব ? আমি যে এ গ্রামের বৌ—

মায়া। তবে আসি ভাই।

[সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধরিল উভয়ের চক্ষে জল]

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। শিগ্‌গীর এস মা ! বার বেলা পড়'বে।

মায়া। চলুন ! সাবিত্রী—আসি ভাই।

[সাবিত্রী নীরবে অশ্রুবর্ষন করিতে লাগিল]

পুরো। চল ঐ দিকটা দিয়ে যাই ; শীতলা মাকে প্রণাম করে নেবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

সাবিত্রী। মায়া সুখী হোক, অশোকদা সুখী হোক। আমি দূর থেকে তা অনুভব করবো—আনন্দিত হব, ঠাকুর ওদের সুখের চিন্তাই আমার অবলম্বন হোক্—তাই যেন আমার বেঁচে থাক্‌বার শক্তি দেয়।

সাবিত্রী সিঁড়ি দিয়া প্রণামান্তে নামিতেছে সেই সময় রাখাল প্রবেশ করিল]

রাখাল। [নেপথ্যে] চল মা, বারবেলা পড়ে এলো যে।

[প্রবেশ করিয়া সাবিত্রীকে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল]

দিদিমণি তুমি এখানে ?

[সাবিত্রী সহসা তাহার নিকট আসিয়া বলিল]

সাবিত্রী। রাখালদা চেঁচিও না—চুপ কর—

রাখাল। তুমি এখানে—এত কাছে!

সাবিত্রী। তবে তুমি চেঁচাও আমি চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যত]

রাখাল। দাঁড়াও দিদিমনি! আমি এই চুপ করলুম।

সাবিত্রী। আগে প্রতিজ্ঞা কর যে আমার কথা অশোকদাকে বল্‌বে না।

রাখাল। দিদিমনি আর কত শাস্তি দেবে? দাদাবাবুকে তুমি চেন না, তোমায় দেখবার জন্যে তার প্রাণটা ছটফট করছে। তোমায় যে সে কতখানি ভালবাসত, তা সে জান্‌তে পারলে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে খবর পাবার পর। তোমার খবর পেলে সে এখুনি ছুটে আস্‌বে।

সাবিত্রী। আমায় বিশ্বাস কর রাখালদা, অশোকদার বিয়ে হ'য়ে গেলে আমি নিজে সেখানে যাব। আমি তোমাদের ভুলি নি রাখালদা। তোমাদের স্নেহ—ভালবাসা—

রাখাল। তাত সুদে আসলে শোধ করছ দিদিমনি। কিন্তু একটা কথা—ছোটবাবু এখানে এলে বা তার কোন খবর পেলে তাকে কলকেতায় পাঠিয়ে দিও—

সাবিত্রী। সে কি সেখানে নেই?—

রাখাল। না, তাকে ব'ল যে দাদাবাবু তাঁর অর্দ্ধেক বিষয় তাঁর নামে দানপত্র করে দিয়েছেন।

সাবিত্রী। কেন?

রাখাল। সে অনেক কথা শুনলুম কর্ত্তাবাবু সেই রকম উইল করেছিলেন।

[সেই সময় নেপথ্যে ভৈরবীকে দেখা গেল]

সাবিত্রী। রাখালদা। ঐ কে আসছে—তুমিও যাও—আমি বলছি আমি তোমাদের কাছে যাব।

রাখাল। [কাঁদিতে কাঁদিতে] বেশ।

[প্রস্থান]

[ভৈরবীর প্রবেশ]

ভৈরবী। কি গো মা! তুমি এ সময়ে এখানে একলা যে,—

সাবিত্রী। পুরুতমশায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। অনেক্ষণ একলা বসে আছি—আপনি এলেন—তবু খানিকটা নাম শুনতে পাব।

ভৈরবী। নাম শুনবে? বেশ আমি তাঁকে নাম শোনাই, আর তুমি মা হ'য়ে আমার গান শোন।

গান

সখী কোথায় মথুরাপুরী
আমি যাব সেই দেশে পরাণের সাথী
যেথায় গিয়াছে উড়ি।

সেথা কি গগনে ওঠে নাক চাঁদ, কুমুদ ফোটে না জলে—
পিয়ার লাগিয়া—পিয়ার পরাণ জ্বলে নাকি মনানলে?
সেথা কি বহে না দিবসে নিশীথে অশ্রুযমুনা নদী,
বঁধুর বিরহে যেমন বহিছে মোর প্রাণে নিরবধি॥

কমলের বনে সেথা কি ভ্রমরা
নিয়ত আসে না উড়ে।

সে কি মধুচোর শ্যামের মতন ব্যথা হানি যায় দূরে,
আমি তাহারি বিরহ সহিব না আর
সাধিব মনের সাধা—
এবার মরিয়া শ্যামেরে বোঝাব
মরিয়া জিতেছে রাধা

[ভৈরবী বসিয়া গান গাহিতেছে ; সেই সময় নিশীথ প্রবেশ করিল— সে অন্ধ, এক পাশে দাঁড়াইয়া সেও গান শুনিতে লাগিল—সাবিত্রীর পেছনে সে তাহার অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য করে নাই। গান শেষ হইলে উঠিতে গিয়া নিশীথের গায়ে ধাক্কা লাগিল]

সাবিত্রী। কে আপনি ?

নিশীথ। আমায় মাপ করবেন—আমি দেখ্‌তে পাই নি—আমি অন্ধ।

ভৈরবী। কে নিশীথবাবু না ? এ তোমার কি অবস্থা।

নিশীথ। সে অনেক কথা, এখান থেকে যাবার পরদিনই মোটর চাপা পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান হয়ে বুঝলুম যে আমি অন্ধ।

ভৈরবী। আহা হা ! প্রভুর খেলা। চল তোমায় তোমার মামার বাড়ী পৌঁছে দি।

নিশীথ। না এখন খানিক এই খানে থাকি।

ভৈরবী। তবে তুমি বস আমি একটু পরে এসে নিযে যাব।

[প্রস্থান]

সাবিত্রী। আপনি কি চোখে কিছুই দেখতে পান না।

নিশীথ। না, কিন্তু আপনার গলা শুনেতো আপনাকে চিন্‌তে পারছি না।

সাবিত্রী। আমাকে চিন্‌তে পারবেন না—কারণ আমায় আপনি কখনও দেখেন নি। আপনার চলে যাবার পর আমি এ গ্রামে এসেছি। কিন্তু আপনাকে না দেখলেও আপনার কথা সব শুনেছি ; মায়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নিশীথ। মায়া ! মায়া ! তবে তো দুর্ভাগার অনেক কথাই আপনি জানেন।

সাবিত্রী। হ্যাঁ সবই জানি। কিন্তু আমরা যে শুনেছি—

নিশীথ। হ্যাঁ! ষ্টেশনে নেমে আমিও সেই কথাই শুনলুম, বোধ হয় আমার দুর্ভাগ্যকে সম্পূর্ণ করতে আমার কোন বন্ধু এই সংবাদ প্রচার করেছে।

সাবিত্রী। তার পরের সমস্ত ঘটনাও বোধ হয় শুনেছেন।

নিশীথ। তাও শুনেছি। আর শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও স্বস্তির আনন্দ পেয়েছি—আনন্দ এই বলে' যে মায়া সুখী হবে। আমি অন্ধ মৃতের সমান তার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বোঝা হ'তে হোত। দুঃখ এই ভেবে—যে সে আমায় বিশ্বাসঘাতক জেনে গেছে—অন্ধ হওয়ার দুঃখও এই দুঃখের কাছে অতি তুচ্ছ।

সাবিত্রী। আপনি চলুন আমার সাথে। আপনাকে আমি আপনার মামার বাড়ী পৌঁছে দেব।

নিশীথ। সেখানে আমি যাব না। এই রাতটা এই মন্দিরেই কাটিয়ে কাল কলকাতায় যাব মনে করেছি।

সাবিত্রী। কলকাতায় কোথায় যাবেন?

নিশীথ। খোঁজ ক'রে কারুর সাহায্যে একবার অশোক বাবুর বাড়ী যাব। আমি আর কিছুই চাই না। শুধু মায়ার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবো—

সাবিত্রী। কিন্তু সেখানে যাওয়া কি আপনার উচিত হবে?

নিশীথ। আমি তো কোন দাবী নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না। তার উপর বা অশোক বাবুর উপর আমার তো কোন অভিযোগ নেই।

সাবিত্রী। আপনি সবই শুনেছেন, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই শোনেননি যে মায়া শেষ পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষাই করেছিল। কোন প্রলোভনই তাকে টলাতে পারেনি; কিন্তু তার মায়ের শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে সে বাধ্য হয়েছে, আর কোন উপায় নেই বলে।

নিশীথ। এ কথা না শুনলেও আমি তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—তাকে আমি ভাল রকমই জানি।

সাবিত্রী। কিন্তু এখন যদি আপনি সেখানে যান, তা হলে তার পক্ষে অশোকবাবুকে বিবাহ করা কি কঠিন হবে না? মনে মনে যে ত্যাগ আপনি করেছেন তাকে অসম্পূর্ণ রাখবেন না।

নিশীথ। যাতে তা না হয়, সেই জন্যই তো আমি সেখানে যাচ্ছি। সে আমায় বিশ্বাসঘাতক জেনে গেছে, এই চিন্তা কি আমার জীবনকে দুর্ব্বহ করে তুলবে না? আমার সামনে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু অতীতের চিন্তা মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ আলো এনে দেবে সেই খনিকের আনন্দ থেকেও আমাকে বঞ্চিত করতে চান?

সাবিত্রী। শুধু অনুরোধ—যাই করেন ভেবে করবেন।

নিশীথ। আপনাকে ধন্যবাদ। শুধু এই আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি যে আমার দ্বারা মায়ার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি যদি একটা কাজ করতে পারেন আমি বিশেষ উপকৃত হ'ব।

সাবিত্রী। কি বলুন?

নিশীথ। আজকের রাতটা, যদি কোন উপায় থাকে, আমায় মায়াদের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

সাবিত্রী। আপনি চলুন, আমি এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি আসুন।

[সাবিত্রী যাইতে লাগিল, নিশীথ সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া চলিল কিন্তু ঠিক্ চলিতে না পারিয়া ভিন্ন পথে চলিল]

সাবিত্রী। এই দিকে নয় এদিকে আসুন।

[নিশীথ থামিল—সাবিত্রী তাহার দিকে হাত বাড়াইল কিন্তু অশোভন হইবে মনে করিয়া হাত টানিয়া লইল]

আপনি কি করে যাবেন?

নিশীথ। কোন রকমে রাস্তায় পড়তে পারলে হয়তো যেতে পারবো। পরিচিত পথ কি আমার সঙ্গে আজ এতই প্রতারণা করবে ?

সাবিত্রী। [ইতস্ততঃ করিয়া] আপনি আমার হাত ধরুন।

নিশীথ। আমায় ক্ষমা করবেন, আপনি নারী !

সাবিত্রী। এক অন্ধকে সাহায্য না ক'রে নারী যদি তার হাত গুটিয়ে থাকে, নারী জন্মই তার বৃথা হয়ে যাবে—আসুন।

[সাবিত্রী নিশীথের হাত ধরিল ও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চিরঞ্জীব ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট—সাবিত্রী ব্যাণ্ডেজ করিতেছে। পুরোহিত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান]

পুরো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা! উনি যদি একবারও বলতেন যে উনি তোমার ভাই—

সাবিত্রী। তা না বললেও এভাবে আক্রমণের কোন কারণই থাকতে পারে না।

পুরো। সোজা বাড়ীতে না ঢুকে, বা কাউকে না ডেকে উনি যে ভাবে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছিলেন তাতে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়—বিশেষতঃ নকুড় গুই যা বললে—

সাবিত্রী। কি বল্‌লে সে?

পুরো। সে কথা শুনে আর কাজ নেই মা। সে যাই হোক, আমি আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি।

চির। ওদের তিরস্কার করা বৃথা সাবিত্রী। বরঞ্চ ওঁরা উপকারই করেছেন। এই কাণ্ডটি ওঁরা না বাঁধালে শেষ পর্য্যন্ত আমি বাড়ী ঢুকতে পারতুম কিনা খুবই সন্দেহ। হয়তো দরজা থেকেই আমাকে বিদায় নিতে হো'ত। [পুরোহিতের প্রতি] আপনি যেতে পারেন—আপনাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই।

পুরো। যাই। মা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। নকুড়ের মুখে শুনলুম তুমি নাকি এই বিষয়-আসয় সব তোমার সপত্নী পুত্রের নামে লেখাপড়া করে দিতে চাও, একি সত্যি?

সাবিত্রী। হাঁ পুরুত মশাই, সত্যি।

পুরো। কিন্তু এর পরিণাম সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি? অবশ্য এখন তুমি চিরঞ্জীব বাবুর ভঙ্গি শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারলুম, কিন্তু তবুও তোমার ন্যায্য অধিকার –

[চিরঞ্জীব ও সাবিত্রী উভয়েই খানিকক্ষণ নীরবে রহিল]

সাবিত্রী। পুরুত মশাই! এটা মোটেই আমার ন্যায্য অধিকার নয়। তাঁর পুত্রকে এই বিষয় হতে আমি কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারব না। আজীবন সে আমায় অভিশাপ দেবে, আর আমার একলার জন্যে এই বিষয়ের কোনই প্রয়োজন নেই।

পুরো। তা হলে তো খুবই ভাল। এতে তোমার অশেষ পুণ্য হবে। তা হলে আমি আসি মা— [প্রস্থান]

সাবিত্রী। বেশী ব্যথা করছে কি?

চির। না সাবিত্রী। যে ব্যথা তুই দিয়েছিস তাতো। কোন শুশ্রূষাতেই কমবে না। [সাবিত্রী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল] প্রথমে খবর পেয়েই মামার কাছে ছুটে গিয়েছিলুম, তাকে শিক্ষা দিতে, কিন্তু তাঁর কাছে সব কথা শুনে কার উপর যে প্রতিশোধ নেব তা বুঝে উঠতে পারছিনা। জীবনে কোন দিন এখানে আসবো না মনে করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলুম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে হল। পথে নকুড়ের মুখে সব কথা শুনলুম, কিন্তু কি জানি কেন তাতে একটুও দুঃখিত হ'তে পারলুম না।

সাবিত্রী। দাদা! তোমায় এক কাপ চা করে এনে দি?

চির। না দরকার নেই।

সাবিত্রী। তুমি কি আমার এখানে কিছুই খাবে না?

চির। সে কথা বলতে পারতুম. তুই যদি আমার ছোট বোন না হ'তিস। সাবি। স্বীকার করি আমি বড় ভাইয়ের কর্তব্য কোন দিনই

করিনি, কিন্তু তা বলে তুই যে আমায় এতটা উপেক্ষা করবি—এ আমি তোর কাছে কোন দিনই আশা করিনি।

সাবিত্রী। দাদা! আজ এ সব প্রশ্ন তুলে আমাকে আর কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। ভেবে দেখলে দেখা যায় আগুনের যেমন দোষ নেই, হাতেরও তেমনি কোন দোষ নেই। দোষ যার তাকে ধরা যায় না—সে আড়ালেই থাকে।

চির। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ আড়ালে নেই। তাকে ধরা না গেলেও তাকে চিনে নিতে আমার দেরী হয় নি।

সাবিত্রী। বুঝেছি; তুমি অশোকদাকে দোষী মনে করেছ। আমিও প্রথমে তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু তার কি দোষ বলতে পার?

চির। তুই জানিস্ না সাবি। তার বাবার—

সাবিত্রী। আমি জানি। তিনিতো উপযুক্ত ছেলেরই কাজ করেছেন—তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক তিনি তোমার নামে দানপত্র করে দিয়েছেন।

চির। আমার নামে কে বল্লে?

সাবিত্রী। যেই বলুক আমি জানি, খুব ভাল করেই জানি।

চির। মিছে কথা—আমি শুনছি—

সাবিত্রী তুমি ভুল শুনেছ দাদা। অশোকদাদা এই উইলের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।

চির। সাবিত্রী তুই সত্যি বলছিস্?

সাবিত্রী। হাঁ দাদা! আমি সত্যিই বলছি। রাখালদার মুখে আমি সব শুনেছি। সে কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না। [চিরঞ্জীব নীরব রহিল] দাদা! এইবার বোধ হয় অশোকদার উপর আর কোন রাগ নেই।

চির। রাগ নেই? তোকে আজ এই অবস্থায় দেখছি তবু আমায় বলতে হবে আমার রাগ নেই। ঐশ্বর্য্য! একদিন সত্যই এ সংবাদ আমার পক্ষে খুবই সুখের হত। কত আশা ছিল—কত কল্পনা ছিল, যা টাকাব অভাবে করতে পারিনি। কিন্তু এখন আর সে সব কিছুই নেই। এখন মনে হচ্ছে, এই ঐশ্বর্য্যের ভাগ না পেয়ে যদি তোকে সুখী দেখতে পেতুম! না সাবিত্রী! তার প্রতি মনে মনে বিদ্বেষের ভাব নিয়ে তার ঐশ্বর্য্যের ভাগ নেবার জন্য হাত পেতে দাঁড়াতে আমি কিছুতেই পারবনা।

সাবিত্রী। সম্পত্তির আলাদা ভাগ করে নিতে না চাও, তার অংশীদার হবে। যেমন এক মার পেটের দুই ভাই এক সঙ্গে থাকে। পরস্পরের স্নেহ ভালবাসাটাই সেখানে প্রাণের জিনিষ, বিষয়-সম্পত্তি সব বাইরেব—ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

চির। [কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া না, সাবিত্রী তা হয় না, তার চেয়ে আমরা ভাই বোন মিলে কুঁড়ে বেঁধে থাকব। তাতে যদি গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে হয় তাতেও আমার কোন কষ্ট হবে না।

সাবিত্রী। তা জানি। কিন্তু দাদা! অশোকদার প্রতি অবিচার ক'র না। একেব অপবাধে অন্যকে শাস্তি দিও না।

চিব। তুই সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি?

সাবিত্রী। দাদা! মায়া আমার বন্ধু।

চির। তুই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই বুঝিস না সাবিত্রী। মেয়েমানুষ বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সাবিত্রী। তা জানি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো স্বার্থের কোন বিরোধ নেই?

চির। সাবিত্রী। সত্যি বল তোর কি চাইবার আর কিছুই নাই?

সাবিত্রী। কে বললে চাইবার কিছুই নেই? জীবনে চাওয়া কি কারুর শেষ হয়? দাদা! তবে আমার এই চাওয়া পাবার প্রত্যাশা—

রাখে না! পেলেই যে চাওয়া শেষ হয়ে যাবে বাঁচবার অবলম্বন যে তখনই ফুরিয়ে যাবে।

চির। সাবিত্রী। আমি তোব কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনা। মনে হচ্ছে বোঝবার চেষ্টা না করাই ভাল।

সাবিত্রী। সেই ভাল দাদা। ভেবে দুশ্চিন্তা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার কয়েকটা কাজ বাকী আছে, সেইগুলো শেষ করতে তুমি আমায় সাহায্য কর দাদা। অশোকদার আনন্দে আমাদের যোগ দিতে হবে। মায়াকে কথা দিযেছিলুম বিয়ের পর যাব। কিন্তু মনে করছি বিয়ের আগে হাজির হয়ে তাদের অবাক করে দেব। তুমি বস দাদা—আমি তোমাব জন্য চা করে আনছি—

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অশোকের কলিকাতার বাড়ী]

[অশোক ঘরের একদিক হইতে অপর দিকে পায়চারী করিতেছে—মৃগেন একটা চেয়ারে বসিয়া আছে]

অশোক। হাঁসপাতাল থেকে পালিয়েছে? সে অন্ধ, একলা গেল কি করে?

মৃগেন। তা জানি না।

অশোক। তাইতো গেল কোথায়? একবার তাঁর মামার কাছে খোঁজ নিলে হয় না?

মৃগেন। হ্যাঁ ; আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—তোমার নিশীথ বাবুর খোঁজে পৃথিবী ঘুরে বেড়াই ?

অশোক। আস্তে। অত চেচাচ্ছিস্ কেন ?

মৃগেন। আচ্ছা তোর ব্যাপার কি বল দিকিনি ? যা হয় এক রাস্তায় চল। এদিকও চাই—ওদিকও চাই, তা হয় না। শেষকালে এমন জোট পাকিয়ে বসবে যা কিছুতেই খোলবার উপায় থাকবে না।

[অশোক কোনই উত্তর না দিয়া চিন্তিত হইয়া বসিয়া রহিল]

মৃগেন। সত্যি কথা বল দিকিনি। মায়াকে কি তুই চাস্ না ?

অশোক। চাই।

মৃগেন। তা হ'লে নিশীথের খোঁজ নেওয়ার কোন মানেই হয় না। অশোক মতি স্থির কর—পাগলামীর বয়েস তোমার নেই।

(পশুপতির প্রবেশ)

পশু। কাশী থেকে টেলিগ্রামের উত্তর এসেছে—তোমার মা এখন আসতে পারবেন না।

অশোক। আমি তা পূর্ব্বেই জানতুম।

পশু। তোমায় তিনি আশীর্ব্বাদ করেছেন যাতে এই বিবাহে তুমি সুখী হও।

অশোক। বেশ।

পশু। বিয়েটা হয়ে গেলে তোমরা দুজনে সেখানে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে এস।

অশোক। চিরঞ্জীবের কোন খবর পেলেন না ?

পশু। কই আর পেলুম। তবে তার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়োনা—শীগ্‌গীরই সে আস্‌বে।

অশোক। হুঁ।

মৃগেন। অশোক আমি চলি। আমার একটু কাজ আছে।

অশোক। সন্ধ্যের পর একবার আসিস্।

মৃগেন। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

অশোক। কাকা!

পশু। বল।

অশোক। কাকা! আর কিছুদিন সময় নিলে হত না?

পশু। কিসের সময়?

অশোক। এই বিয়ের। চিরঞ্জীব হয়তো ততদিন এসে পড়তে পারে—তার মধ্যে সাবিত্রীর একটা খোঁজ পাওয়াও অসম্ভব নয় আমার মনে হয় চিরঞ্জীবের মামার কাছে আপনি গেলেই ঠিকানাটা পেতে পারেন। বিপিনটা একটা প্রকাণ্ড আহাম্মক—তাই চিরঞ্জীবের ধাপ্পায় ভুলে ফিরে এসেছে।

পশু। তা ঠিক, সাবিত্রীর খোজ এখন পাওয়া যেতে পারে। তাকে এখন আনবার চেষ্টাও করব—কিন্তু অশোক একটা কথা ভেবে দেখ। তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই তার এখানে আসবার পথ প্রশস্ত হবে—এখন সে আসতে নাও চাইতে পারে। আর দেরী করা মোটেই উচিত হবে না। তা ছাড়া মায়ার দিক থেকেও ভেবে দেখতে হবে। তোমার বাড়ীতে সে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে—নেহাৎ অন্য কোন উপায় ছিল না বলে, এ অবস্থায় শুভকার্য্যটা পেছিয়ে দিলে, নানান্ লোকে নানান্ কথা বলতে পারে,—তাতে তার মর্য্যাদাতে বেশ একটু ঘা লাগবে।

অশোক। সমাজ! যাকে জীবনে কোন দিনই আমি মানিনি, আজ জীবন মরণের ব্যাপারে শুধু সেই ভুতের ভয়ে আমি আত্মহত্যা করবো?

পশু। [সস্নেহে অশোকের মাথায় হাত দিয়া] অশোক তুমি আমাকে তোমার শুভানুধ্যায়ী বলেই মনে কর, আমি যা করব তাতে তোমার ভাল ছাড়া মন্দ কখনও হবে না।

অশোক। আপনি ঠিক বলছেন কাকা ?

পশু। হ্যাঁ অশোক।

[অশোক ড্রয়ার হইতে দানপত্র বাহির করিয়া পশুপতির হাতে দিল]

অশোক। এই নিন কাকা ছিড়ে ফেলুন—

পশু। সে কি অশোক, এ যে সেই দানপত্র।

অশোক। স্নেহে অন্ধ হয়ে যে ভুল আপনি করেছিলেন, তার সংশোধন করতে গিয়ে যে ভুল আমি করেছি সে ভুল ভুলই থাক—

[দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল]

বিষয়ের ভাগ দিয়ে হৃদয় পাওয়া যায় না কাকা—এইবার আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলুম কাকা। যা ভাল বোঝেন করুন। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

[পশুপতি হতবুদ্ধের ন্যায় প্রস্থান করিল]

অশোক। [মদ্যপান] রাখাল ! [কিয়ৎক্ষণ পরে] রাখাল। আঃ গেল কোথায় সব।

(রাখালের প্রবেশ)

অশোক। কোথায় থাকিস তুই ?

রাখাল। আমার কি একটা কাজ যে তোমার কাছে বসে থাকব ?

অশোক। তোর একটা কিছু হয়েছে। তুই কেবলি আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। চন্দনা থেকে ফেরবার পর থেকেই এই রকম দেখছি।

রাখাল। পালিয়ে বেড়াবো কেন? সংসারের কাজ তো আছেই তার উপর মায়া দিদির কাছেও প্রায়ই থাক্‌তে হয়। এদিকে বিয়ের জোগাড় জন্তর। পালিয়ে বেড়াবো কেন?

অশোক। আমি সব বুঝি—আমার কাছে লুকুবার চেষ্টা করিস নি।

রাখাল। কি মুস্কিল। লুকুবো কেন? আর লুকুবার আছেই বা কি? আমার ঢের কাজ আছে—তোমার সঙ্গে বাজে বকবার সময় আমার নেই। দেখ দিখিনি কথা "আমি লুকুচ্ছি"।

অশোক। সত্যি কথা বল্‌তো রাখাল, সাবিত্রীর—

রাখাল। কি আপদ! আমি কিছু জানি না। তুমি যা খুসী মনে কর—আমার কাজ আছে আমি চল্লুম। [প্রস্থান]

অশোক। রাখাল! আমি জানি তুই আমায় ঘৃণা করিস্। শুধু স্নেহের দাবীতেই এখনও তোদের সেবা পাচ্ছি—নইলে তোরা কেউ আমার মুখও দেখতিস্ না।

(পশুপতির প্রবেশ)

পশু। অশোক! নকুড় এসেছে, চন্দনার খবর যা বল্‌লে তাতে তো গ্রামটা শ্মশান হয়ে গেল। রোগ বেড়েই চলেছে। দু'জন ডাক্তার কিছুই করে উঠ্‌তে পারছেনা। পোড়াবার লোক পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

অশোক। নকুড় কোথায়?

পশু। সে মায়ার সঙ্গে কথা কইছে। তাকে ডাকব?

অশোক। এখন থাক্। কাকা! আরও ডাক্তার পাঠান যে কজন পাওয়া যায়। দশ বার জনের কম যেন না হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটকে আজই একখানা টেলিগ্রাম করুন, রামকৃষ্ণ মিশনে দেখা করে বলুন—টাকা যা লাগবে সমস্ত আমি দেব, তারা ভলেণ্টিয়ার দিয়ে সাহায্য করুক।

পশু। তাই যাই। সৎকারের ব্যবস্থা করতে না পারলে শুধু ডাক্তার আর ঔষধে কোন কাজ হবে না। নকুড়ের মুখে যা শুনছি তাতে তো গ্রাম খালি হয়ে গেল। যারা পালাতে পারছে তাদের মধ্যেই দু-চারজন যা বাচছে।

অশোক। যারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে চায়, তাদেব টাকা দিয়ে সাহায্য করবার ব্যবস্থা করুন।

(রাখালের বিশেষ ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

রাখাল। দাদা বাবু! আমি দিন কয়েকের জন্য বাড়ী যাব - আজই এখুনি।

অশোক। হঠাৎ তোর কি হল ?

রাখাল। হয়নি কিছু, কিন্তু আমি যাব—তোমাদের বারণ শুনব না।

অশোক। কি হয়েছে তাই বল্‌না—বাড়ীতে কি কারুর অসুখ বিসুখ হয়েছে ?

রাখাল। হ্যাঁ ! না, বাড়ীতে আর কার অসুখ হবে। সে তুমি জেনে কি করবে ? আমি এখনই যাব।

অশোক। না বললে আমি যেতে দেব না।

পশু। কি হয়েছে খুলেই বল না।

রাখাল। না, ম্যানেজার বাবু, সে আমি বল্‌তে পারব না। তোমরা আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না। আমি যাই, ফিরে এসে বলব। দোহাই—দাদাবাবু। তোমার পায়ে পড়ি—আমাব মনটা বড় অস্থির হয়েছে।

[রাখাল কাঁদিতে লাগিল]

অশোক। কাঁদছিস্ কেন ? সত্যি বল, কোথায় যাবি ? বাড়ী ?

রাখাল। না, বাড়ী নয়। সে আর এক জায়গায়, আর এক জায়গায়।

অশোক। [দৃঢ়স্বরে] রাখাল! কি হয়েছে বল্। আমি কতকটা বুঝ্তে পেরেছি। তোকে বলতেই হবে।

রাখাল। না, না আমি বলবো না। নিষেধ আছে বলতে পারবো না—

অশোক। নিষেধ আছে!

রাখাল। দেরী করলে তাকে হয়তো দেখতেও পাব না। আর আমাকে আটকে রেখো না দাদাবাবু—শেষকালে সবাইকে পস্তাতে হবে। আমি চল্লুম।

[বেগে প্রস্থান]

পশু। ব্যাপার কি কিছুই তো বুঝতে পারলুম না। বুড়ো বয়সে কি ও ক্ষেপে গেল? এমন কি থাক্তে পারে যা ও কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না।

অশোক। কাকা! নকুড় কোথায়? তাকে ডাকুন।

[পশুপতির বেগে প্রস্থান]

বুঝেছি, রাখালও আমার কাছে গোপন কর্‌লে, চিরঞ্জীব মরতে চায়—তবু আমাকে খবর পর্য্যন্ত দিতে চায় না। রাখাল এতদিন তার খবর জেনেও আমার কাছে লুকিয়ে এসেছে।

(নকুড়কে লইয়া পশুপতির প্রবেশ)

নকুড়। [ক্রুদ্ধভাবে] রাখালকে তুমি কি খবর দিয়েছ।

নকুড়। আজ্ঞে! রাখালকে আমি তো কোন খবরই দিই নি। মায়া মা আমায় গ্রামের খবর জিজ্ঞাসা করছিলেন—তাকেই আমি গ্রামের সব খবর দিয়েছি—রাখাল সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

অশোক। তুমি চিরঞ্জীবের কোন খবর জান?

নকুড়। আজ্ঞে না।

অশোক। সত্যি বলছ?

নকুড়। আজ্ঞে।

অশোক। নকুড়! সাবধান! মিথ্যা কথা বল্‌লে তুমি রেহাই পাবে না। যা জান সত্যি বল। রাখালকে তুমি চিরঞ্জীবের কোন খবর দিয়েছ—আমি জানি।

নকুড়। না, হুজুর! আমি চিরঞ্জীব বাবুর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিনি। আমায় যে দিব্যি করতে বলবেন—তাই করতে রাজি আছি।

অশোক। কাকা! সবাই ষড়যন্ত্র করেছে—আমি বুঝতে পারছি। তার ভেতর আপনার থাকাও বিচিত্র নয়। রাখালের এত সাহস সে আমার আদেশ অমান্য করে চলে যায়।

[উত্তেজিত ভাবে নকুড়ের গলা ধরিল]

নকুড় এখনও বল বলছি—

নকুড়। আজ্ঞে। সত্যি বলছি—আমি চিরঞ্জীব বাবুর নাম পর্য্যন্ত এখানে উচ্চারণ করিনি তবে—

অশোক। তবে কি—?

নকুড়। চিরঞ্জীব বাবুকে একবার মাত্র চন্দনাতে দেখেছিলুম।

অশোক। চন্দনায়? চিরঞ্জীব বাবু সেখানে কেন গিয়েছিল? কাছারী বাড়ীতে?

নকুড়। আজ্ঞে না, আমার সঙ্গে রাস্তায় একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমি কাছারী বাড়ীতে যাবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করলুম—মায় পায়ে পর্য্যন্ত –

অশোক। তুমি তাকে অনুনয় করেছিলে—সত্যি বলছ পায়ে ধরেছিলে?

নকুড়। আজ্ঞে না! আমি অনুনয় করতে যাব কেন? তিনিই আমায় অনুনয় করলেন—আমি বলে দিলুম হুজুরের আদেশ না পেলে—আমি কাউকে কাছারী বাড়ীতে ঢুকতে দেব না।

অশোক। Rascal! পঞ্চা আমার hunterটা দিয়ে যা।

নকুড়। দোহাই বাবু! আমার দোষ নাই।

পশুপতি। কি ছেলে খেলা কর্‌ছ ? যা জান সত্যি বল।

নকুড়। আজ্ঞে সত্যি বলছি। হঠাৎ চিরঞ্জীব বাবুর সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা। তিনি অঘোর হালদারের খোঁজ করলেন। আমি তাকে জানালুম যে অঘোর হালদার মারা গেছে।

অশোক। অঘোর হালদার। অঘোর হালদার যে বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে ?

নকুড়। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই তো সে দিন বিয়ে করেছে। এখনও—

অশোক। তা'র স্ত্রীর নাম ?

নকুড়। [জিভ কাটিয়া] আজ্ঞে পরস্ত্রীর নাম—

অশোক। Scoundrel! আর ভনিতে করিতে হবে না। শীগ্‌গির বল।

নকুড়। আজ্ঞে লোকের মুখে শুনেছিলুম—সবিতা না সাবিত্রী।

অশোক। বেরও—Get out.

[নকুড়ের প্রস্থান]

কাকা শুনলেন ?

পশু। শুনলুম তো সব। সাবিত্রী যে এত কাছে ছিল তা ধারণাই করতে পারিনি।

অশোক। আশ্চর্য্য। রাখাল সব জেনেও আমায় কোন খবর দেয়নি। সাবিত্রীর নিষেধ ছিল—আমি যেন তার কেউ নই। এত বড় দুর্দ্দিনেও সাবিত্রী আমার কথা একবারও মনে করেনি—এত তার জেদ—এত তার হিংসে। কাকা! চন্দনায় আর ডাক্তার পাঠাবার দরকার নেই। চন্দনা শ্মশান হয়ে থাক—তাতে কোন ক্ষতি হবে না। পারেন ত খাল কেটে গঙ্গার জল এনে গ্রামটাকে ভাসিয়ে দিন।

[উন্মত্তের মত প্রস্থান]

[পশুপতি অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অশোকের অনুসরণ করিবার জন্য পা বাড়াইল ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক দিয়া মায়া প্রবেশ করিল]

মায়া। কাকাবাবু! কাকাবাবু!

পশু। মা!

মায়া। আমি একবার চন্দনায় যাব। যে দিন যাব সেই দিনই ফিরব। আমার একটি বন্ধুর সর্ব্বনাশ হয়েছে। তাকে একবারটি শুধু দেখে আসব।

পশু। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? নকুড়ের মুখে যা খবর পেলুম তা'তে সকলে সেখান থেকে পালাচ্ছে এ অবস্থায় তোমার সেখানে যাওয়া—

মায়া। কয়েক ঘণ্টা মাত্র সেখানে থাকব। তার আর কেউ নেই—সেখানেও না, বাপের বাড়ীতেও আপনার বলতে কেউ নেই—এক ভাই ছিল—সেও নিরুদ্দেশ।

পশু। তার সব খবরই তুমি জান দেখছি।

মায়া। তার কাছেই আমার শোনা—নইলে এক বুড়োর সঙ্গে বিয়েই বা হবে কেন

পশু। তুমি গিয়ে কি করবে মা? আমি তার খবর নেবার ব্যবস্থা করছি।

মায়া। আমি ছাড়া তাকে আর কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না—

পশু। বেশত আগে আমি খবর নিই—তারপর দরকার হ'লে তুমি যাবে বৈকি। আমি লোক পাঠাচ্ছি—খবর পেলেই তোমায় নিয়ে যাব।

[প্রস্থান]

মায়া। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] সাবিত্রী! শেষে তোর কপালে এত ছিল। ইচ্ছে কচ্ছে এখুনি ছুটে গিয়ে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু

কি করবো, আমি নিরুপায়। ঠাকুর! তুমি ছাড়া তার কেউ নেই—তুমিই তাকে সান্ত্বনা দিও।

(অতি ধীরে জানালার নিকটে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল, পশুপতির পুনঃ প্রবেশ)

পশু। মা! তোমার একজন আত্মীয় এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, ভদ্রলোকটী অন্ধ—তাঁকে উপরেই নিয়ে এলুম, [ভিতরের দিকে চাহিয়া] এই ঘরে নিয়ে আয়।

(পশুপতি নিজে অন্তরালে গিয়া হাত ধরিয়া নিশীথকে লইয়া প্রবেশ করিল)

পশু। আসুন, বসুন এখানে। তোমরা কথা কও মা। ওঁকে যেন এখুনি যেতে দিও না—খাওয়া দাওয়া না করে যেতে পাবেন না। আমি এলুম বলে।

[প্রস্থান]

[নিশীথকে দেখিবামাত্রই মায়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না]

নিশীথ। মায়া!

মায়া। তুমি! তোমার এ অবস্থা হল কি করে?

[তাহার গলার স্বর কাঁপিতেছিল]

নিশীথ। সে অনেক কথা। কলকেতায় এসে পৌঁছে, ছবিখানা বেচবার জন্যে চৌরঙ্গি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ পেছন থেকে এক খানা মোটর গাড়ী ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তারপর আর কিছুই জানি না। অনেক দিন বাদে জ্ঞান হয়ে বুঝতে পারলুম, আমি হাসপাতালে, আমি অন্ধ!

মায়া। সে কি! তবে শুনলুম তোমার বিয়ে হয়েছে খুব বড় লোকের মেয়ে—

নিশীথ। চন্দনা ষ্টেশনে নেমে আমিও তাই শুনলুম। দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোথাও ফাঁক থাকাতো উচিত নয়!

মায়া। ঠাকুর! এ কি করলে? মা! না না—এখানে—

নিশীথ। আসা উচিৎ হয় নি, আমি তা জানি। এই কদিন ধরে, আমিও সেই কথাই ভেবেছি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না এসে থাকতে পারলুম না—আমার এখানে আসা কেউ পছন্দ করবে না জেনেও।

মায়া। কেউ পছন্দ করবে না? তুমি ঠিক জান? না-না—সত্যি, তুমি সত্যি বলেছ। কেউই পছন্দ করবে না।

নিশীথ। মায়া! আমায় তুমি ভুল বুঝ না। আমি কোন অভিযোগ নিয়ে এখানে আসিনি। তোমার সৌভাগ্যে আমি সুখীই হয়েছি।

মায়া। সুখী হয়েছ? সুখী হয়েছ! আমার সৌভাগ্যে? এই কি আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা?

নিশীথ। আমি অন্ধ। পৃথিবীর কাছে মৃত, একটা জীবন্ত বোঝা ছাড়া আমি আর কিছুই নই, তুমি তো জান আমার এমন কোন সম্বল নেই—যার ভরসায় আমি আর কারুর দায়িত্ব নিতে পারি। তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—

মায়া। উঃ! তুমি কি স্বার্থপর। আর তেমনি স্বার্থপর ভাব আর সবাইকে, আমার সুখ, কি আমার অসুখ—তার কি খবর তুমি রাখ? থাক, তোমায় আর আমার কিছু বলবার নেই। তুমি যাও! আর এখানে থেক না।

নিশীথ। যাচ্ছি মায়া! আমি শুধু এসেছিলুম আমার সম্বন্ধে তুমি যে ধারণা নিয়ে এখানে এসেছ, সেইটে তোমার কাছে খুলে বলতে—

মায়া। কি দরকার ছিল তার? আমার কি—সর্ব্বনাশ করে গেলে, তা একবারও ভেবে দেখেছ কি? আমার কাছে এই সত্যের

কোন প্রয়োজন ছিল না—আমার ভুল ধারনাই আমার পথে স্বস্তির স্বর্গ ছিল।

নিশীথ। মায়া !

মায়া। আর আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না। এই খানেই আমাদের সব কিছুর শেষ হয়ে যাক। আমিও আর কিছু জানতে চাইব না—তুমিও কিছু জানতে চেও না। তুমি যাও—আমাকে নিষ্ঠুর জেনে যাও—আমায় লোভী জেনে যাও—তুমি যাও—দোহাই তোমার, তুমি যাও—

নিশীথ [উঠিয়া] যাচ্ছি ! আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও।

[চলিতে লাগিল]

মায়া। চুপ কর তুমি ! তোমার আশীর্ব্বাদ আমি চাই না—শুধু পারতো আমায় ক্ষমা কর।

নিশীথ। উঃ।

[সেই সময় নিশীথ একটা টিপয়ে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল]

মায়া। [তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে উঠাইয়া ধরিল] তুমি যাবে কি করে ?

নিশীথ। মায়া ! কাউকে বলে আমায় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও—

মায়া। তারপর ? রাস্তায় গাড়ী মোটর—তুমি একলা যাবে কি করে ?

নিশীথ। তা হোক্। তারা, আমার শত্রু। আজ দুর্দ্দিনে তারা কখনই আমার বন্ধুর কাজ করবে না।

মায়া। না তোমার যাওয়া হবে না। কোথাই বা যাবে ? কে আছে তোমার ?

নিশীথ। পাগলামি করোনা মায়া ! আমায় ছেড়ে দাও। আমাকে আশ্রয় দেবার তোমার কোন অধিকারই নেই।

মায়া। তা হোক্। এ অবস্থায় তোমায় আমি যেতে দিতে পারবনা—কিছুতেই নয়। তাতে যা হবার হবে।

[অশোক প্রবেশ করিল—তাহার চেহারা দেখিলে উন্মত্ত বলিয়া ভ্রম হয়]

অশোক। মায়া ?

মায়া। ইনি অন্ধ।

অশোক। [নিশীথের প্রতি তাকাইয়া] তা জানি। মায়া তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তার সত্য উত্তর দেবে কি ?

মায়া। [নীরব]

অশোক। আমি জানতে চাই তুমি এখনও নিশীথকে ভালবাস কিনা ? [মায়া তথাপি নিরুত্তর] বল মায়া। চুপ করে থাকলে চলবে না—এর উত্তর আমি চাই।

নিশীথ। আপনি অযথা রাগ করছেন—আমি—

অশোক। তোমায় আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। মায়ার কাছে আমি শুনতে চাই সে মনে মনে আজও তোমায় চায় কিনা। বল মায়া—এ আমার শুধু কৌতূহল নয়—এ আমার প্রয়োজন।

মায়া। এ প্রশ্ন আপনার অসঙ্গত—আমি উত্তর দেব না।

অশোক। দেবে না ? বেশ আমি জানতে চাই তোমার মায়ের মৃত্যুশয্যার সেই অনুরোধ তোমার মনে আছে কি না ?

মায়া। আছে। আমি তার কোন বিরুদ্ধাচারণ করিনি—আমি আপনাকেই বিবাহ করব।

অশোক। সে কথা আমি এখানে তুলছিনা মায়া। আমি শুধু জানতে চাই তোমার মায়ের সেই আদেশ আজও তেমনি বলবৎ আছে কিনা ?

মায়া। কেন আপনি বার বার এক কথাই তুলছেন—আমি জানি আমার

মায়ের আদেশ—তার সে আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

অশোক। বেশ! সুখী হলুম। তোমার মায়ের আদেশ ছিল যে, তুমি সমস্ত বিষয়ে আমার কথা মেনে চলবে—তোমার সুখ দুঃখের সমস্ত ভার তিনি আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। আমিও সে ভার নিয়েছিলুম। তার পা ছুঁয়ে বলেছিলুম, তোমায় সুখী করাই আমার জীবনের ব্রত হবে।

মায়া। জানি। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।

অশোক। তা হলে আমি যা বলব তুমি তাই মেনে নেবে? ঠিক্ বলছ?

মায়া। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

অশোক। নিশীথ। আমি তোমার সমস্ত কথাই শুনেছি, মায়াকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই।

নিশীথ। অশোক বাবু! আমি অন্ধ।

অশোক। তা জানি, কিন্তু আমি অন্ধ নই। মায়ার সুখ-দুঃখের ভার সেই সঙ্গে তোমার ভার আমি নিতে চাই। মায়া!

মায়া। এ আপনি কি বলছেন?

অশোক। এর ভেতর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। [নিশীথের হাত ধরিয়া] নিশীথ ভাই! আত্মীয়হীন, বান্ধবহীন,—তোমাদের দ্বারে আমি আজ স্নেহের ভিখারী।

(ব্যস্তভাবে পশুপতির প্রবেশ)

পশু। অশোক! সাবিত্রী, চিরঞ্জীব এসেছে।

অশোক। কে? সাবিত্রী, চিরঞ্জীব? দরজা বন্ধ করে দিন।

(সাবিত্রীর প্রবেশ সঙ্গে চিরঞ্জীব)

সাবিত্রী। অধিকারের দাবীতে যে দরজা আপনি খুলে যাবে অশোকদা।

[মায়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল]

অশোক। অধিকার! কিসের অধিকার? আমি সে দান পত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

সাবিত্রী। বাড়ী ঢুকে সেই খবর পেয়েই তো মাথা উঁচু করে তোমাব কাছে আস্‌তে পারলুম। বিষয়ের ভার না নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়েব ভার নেব।

অশোক। সত্যি সাবিত্রী? সত্যি? এই মাত্র আমি জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এখন শুধু সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি—সত্যিই আমাব শাসনেব ভাব নিবি?

সাবিত্রী। হ্যাঁ দাদা।

অশোক। আঃ কি তৃপ্তি! কি আনন্দ। তোদেব ফিরে পেয়েছি চিবঞ্জীব, আর পেয়েছি বিধাতার আশীর্ব্বাদ—মানুষের মত মানুষ আমার এই ছোট ভাইটীকে, আর করুণারূপিনী এই ছোট বোনটীকে। তোরা দুই ভাই ও দুই বোন মিলে তোদেব এই উচ্ছৃঙ্খল ভাইটাকে চালিয়ে নিয়ে যাস্‌ জীবন পথে—

[মায়া ও সাবিত্রী উভযে অশোককে প্রণাম করিল]

সমাপ্ত